

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে  
পদত্যাগ না  
করলে ‘যন্তর  
মন্তর ২’ হবে!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবার বড় আন্দোলনের ইশিয়ারি ‘ককরো জনতা পার্টি’। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞানেশ নিজেই পদ থেকে সরে না দাঁড়ালে দেশ জুড়ে ‘যন্তর মন্তর ভাসন ২’-র ইশিয়ারি দিয়েছে এই সংগঠন। বৃহস্পতিবার রাজধানীতে সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিজিৎ দিপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাক্ষার বৈখভাবে তাঁদের ৩ দফা মূল দাবি পেশ করেন। উল্লেখ্য, এর আগে গত জুন মাসে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা ‘নিচ’-এ জালিয়াতির প্রতিবাদে এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তর ধর্মীয় বসেছিল এই সংগঠন। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনশন পালন করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোমন ওয়াংকর। আন্দোলন তীব্র রূপ নিলে ২৫ জুলাই ইন্ডিয়া দিতে বাধ্য হন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী। এ বার একই কায়দায় ইন্ডিয়া অস্টিমেটাম দিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলনের সলতে পাকাতে শুরু করল ককরো জনতা পার্টি। ককরো জনতা পার্টির প্রথম ও প্রধান দাবি হল- মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করতে হবে। কোন অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে তিনি এই ধরনের বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাও জনমঞ্চে আনার দাবি জানিয়েছে সংগঠন। দ্বিতীয়ত, আসন্ন সমস্ত নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখার পাশাপাশি অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার সংয়াল করেছে তারা। তাদের দাবি, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে যে ভোটের তালিকা কার্যকর ছিল, সেটিকেই পুনর্বহাল করতে হবে এবং এসআইআর প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। সেই সঙ্গে, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত নথি যাতে সুপ্রিম কোর্টের হেফাজতে

● এরপর ৬ পাতায়...

চাঁদার জুলুমে  
কলকাতা  
পুলিশের নস্রের  
অভিযোগ জানান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপুজো আসছে। ইতিমধ্যেই পাড়ার ক্লাবগুলি পুজোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। প্রতিবার ক্লাবগুলির চাঁদার জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষজন। তাই এবার কড়া পুলিশ। চাঁদার জুলুম রুখতে বড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। শহরে কোথাও কোনও চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি ঘটনা ঘটলে কিংবা পরিস্থিতি তৈরি হলে, সেই অভিযোগ জানানোর জন্য টোল-ফ্রি নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশ। জানা যাচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে এই টোল ফ্রি নম্বরটি। সেই কারণে একসঙ্গে চালু করা হল হোয়াটসঅপ নম্বর। টেক্সট মেসেজ করেও সাধারণ নাগরিকরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। এ দিকে আবার পুজো নিয়ে নানা পরিকল্পনা রয়েছে নতুন সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসেই বৈঠক করে জানিয়েছিলেন, কলকাতার আকাশে একসঙ্গে দেখা যাবে তিন হাজার ড্রোন। সেই ড্রোন দিয়ে আলোর বিন্দুতে আঁকা হবে দেবীদুর্গার অবয়ব। তারপর ফুটিয়ে তোলা হবে দুর্গাপুজোর আবাহনের নানা মূর্ত্তা মহালয়া থেকে অষ্টমী, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে হবে মেগা শো। তবে এবার পুজোর আবহন শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক নয়। গোটা রাজ্যজুড়েই পালনের উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, দেবী দুর্গার বন্দনা হবে বাংলার লোকসংস্কৃতি, উৎসবের মেলবন্ধনে। একই সঙ্গে অয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সাংস্কৃতিক সফর। নাম দেওয়া হয়েছে ‘ট্রিবিউট মা টুর’। পাঁচ জায়গায় দু’দিন করে হবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, পলিগুড়ি দুর্গাপুর এবং বহরমপুরে এই সফর হবে।

# ‘আজ বাংলার জন্য ঐতিহাসিক দিন’



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের বিরাত লৌহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’ বিনামূল্যে ১০০০ শয্যা থাকছে দুস্থদের জন্য। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে এই মেগা প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বাংলার জন্য এটা ঐতিহাসিক দিন। দেশের কোথাও

গরিবদের জন্য এমন ব্যবস্থা নেই।” তিনি আরও জানান, বাংলাকে পূর্ণগঠনে ইচ্ছুক আদানি গোষ্ঠী। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বাম ও তৃণমূলকে একযোগে বিধ্বলেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে বলেন, “উনি শুধু করব করব বলেছেন আর ভাতা দিয়েছেন।” মাস চারেক আগে

নিউটাউনে অত্যাধুনিক মানের হাসপাতাল তৈরির কথা জানিয়েছিলেন তিনি। আজ, বৃহস্পতিবার তার ভূমিপূজাও হয়ে গেল। দ্রুতই শুরু হবে কাজ। এদিন অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানানেন, কীভাবে কথা এগিয়েছিল আদানিদের সঙ্গে তিনি বলেন, “আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব

● এরপর ৬ পাতায়...

# ‘শিল্পের জন্য ভয়মুক্ত পরিবেশ বাংলায়’

শহরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ গৌতম আদানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ “পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগের ইতিবাচক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। ভারত এখন নতুন আশা নিয়ে পূর্ব ভারতের দিকে তাকাচ্ছে।” মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বাংলায় শিল্পের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উন্নতির এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে বাংলা। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে আপনিই প্রমাণ করেছেন যে আপনিই প্রকৃত ভূমিপুত্র। আপনার নেতৃত্বেই রাজ্য নতুন করে গড়ে উঠবে।” একই মঞ্চে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান,

প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর দুটি আলাদা শৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চুক্তিটি ঐতিহ্যবাহী মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক সংস্কার সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাঙালির আবেগ ও দুর্গাপুজোর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিহার্য, এ বার আদানি গোষ্ঠীও সরাসরি সেই মহোৎসবের অংশ

হতে চলেছে। রাজ্যে শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোটা আদানি পরিবারই বাংলায় বড় মাপের বিনিয়োগে বিশেষ আগ্রহী। বিগত সরকারের আমলে একাধিক শিল্প বন্ধ হয়ে রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে যে

বলে বার্তা দেন তিনি। প্রসঙ্গত, এদিন অনুষ্ঠান থেকে গৌতম আদানি বন্দর, পণ্য পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন, সড়ক, সেতু, সিমেন্ট কারখানা এবং হাইপারস্টেল ডেটা সেন্টার - একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে নতুন গতি আসতে পারে। গৌতম আদানির বক্তব্যের মূল সুর ছিল, শক্তিশালী পরিকাঠামোই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে। তিনি বলেন, “পরিকাঠামো লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্ভাবনাকে বদলে দিতে পারে। আদানি গোষ্ঠীতে আমরা যা করি, তার কেন্দ্রেই রয়েছে পরিকাঠামো।” তাঁর বড় ঘোষণা, ২০৩৫ সালের মধ্যে রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

# ‘মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়তে দিন’

তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের জামিন মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থধর ঘোষ মন্তব্য করেন, “মিলন প্রধানকে নির্বাচনের লড়তে দিন। আমি অন্তর্বর্তী জামিন দিচ্ছি।” বিচারপতির আরও পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনে অংশ নিক, বাকিটা মামলার ভাগ্যের ওপর

কোন ঘটনায় ওনাকে জড়ানো হয়েছে।” প্রশ্নে কংগ্রেসের ওয়ারিং কমিটির মেম্বর প্রকাশ যোশী বলেন, “কীভাবে মিলন প্রধানকে হেনস্থা করা হচ্ছে। ২০০৭ সালের ঘটনা, সেখানে মিলন প্রধান কেবল একা নয়, হাজার লোকের ওপর কেস চলছিল। একবার সরকার ঘোষণা করেছিল, কেস প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও সেই কেস রিওপেন করে মিলন প্রধানকে এই



নির্ভর করবে। এদিন প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানান বিচারপতি। শুক্রবার বিকাল চারটায় ফের জামিন মামলার শুনানি। মিলন প্রধানের স্ত্রী বলেন, “আমি একজন সাধারণ ঘরের বউ। রাজনীতির ব্যাপার কী, আমি সে সব কিছুই ওতো বুঝি না। কিন্তু আমি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের, সব আইনজীবী-উকিলকে ধন্যবাদ জানাব। কলেজ জীবন থেকে উনি কংগ্রেস করেন। কংগ্রেসকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। টাকার লোভে অন্যদের মতো অন্য দলে চলে যাননি। ২০০৭ সালে কবে

কারণে ফাঁসানো হল, যেহেতু উনি কংগ্রেসের প্রার্থী।” নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে বাকি পাঁচ মামলায় কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টে এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য। ফলে ওই পাঁচ মামলায় রফাকবচেরও প্রয়োজন নেই। এদিনের জামিন মামলা প্রসঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থীর আইনজীবী খতেশ পাণ্ডে বলেন, “আমাদের বক্তব্য ছিল, ৫ টা যে মামলা, যার ভিত্তিতে তাঁকে প্রেফতার করা হয়েছে, তা বাদে আর যেন কোনও মামলাতেই

● এরপর ৬ পাতায়...

# ‘আপনারা কতটা সময় চান?’

# তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ মামলায় কমিশনের থেকে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নাম ও ‘জোড়ফুল’ প্রতীক স্থগিত করা সংক্রান্ত মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আবেদনের শুনানিতে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ বিকল্প প্রতীক পেয়ে লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। তবে মামলাটি অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত না করে নির্বাচন কমিশনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত সময়সীমা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন দেশের



আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে সর্বোচ্চ আদালত। শুনানি চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিংহ নির্বাচন

কমিশনের ভূমিকা ও পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, “আমি উপনির্বাচন বন্ধ বা স্থগিত করার মতো চরম আবেদন আদালতে পেশ করছি না। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেভাবে কাজ করেছে, তা সম্পূর্ণ অসংবিধানিক। উপনির্বাচনের বিজয়ী জারির পরই সমস্ত তথ্য জানা সম্ভব ও নজিরবিহীনভাবে মূল প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে।” তবে মমতার শিবিরের আইনজীবীর এই যুক্তিকে বিদ্মূঢ়াৎ দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে দফায় দফায় এই অর্থ আদায় করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়িক সূত্রে প্রশান্ত দাস নামে এক

● এরপর ৬ পাতায়...

# ৫০ লক্ষের তোলাবাজির অভিযোগ!

# সুমিতের সঙ্গে নাম জড়াল আইপ্যাকের প্রতীক জৈনের তৎকালীন আগুসহায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগুসহায়ক সুমিত রায় এবং আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের তৎকালীন আগুসহায়ক সৌমজিৎ সেনের বিরুদ্ধে ৫০ লক্ষ টাকার তোলাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে নগদ টাকা লেনদেনের উল্লেখ করে এক বালি ব্যবসায়ী শালবনি খানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন, যার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই এফআইআর রুজু



ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রশান্তই প্রথম তাঁর কাছে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং আশ্রাস দেন যে, এই টাকা দিলে প্রশাসনিক

করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগকারী বাঁকুড়ার জয়পুরের বাসিন্দা নাদিয়া চৌধুরী। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালে বালি চালানের ক্ষেত্রে ‘ওভারলোডিং’এর প্রশাসনিক অনুমতি ও ছাড়পত্র দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে দফায় দফায় এই অর্থ আদায় করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়িক সূত্রে প্রশান্ত দাস নামে এক

● এরপর ৬ পাতায়...

# ‘জ্ঞানেশ কুমার একজন ক্রিমিনাল!’

# মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করে পদত্যাগ চাইলেন মম্বয়া



বৃহস্পতিবার দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় গিয়ে তিনি এফআইআর দায়ের করেন। ঘটনার নেপথ্যে যে ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত ১০ মাসে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া অন্তত ১৪টি নীতিগত সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার - সুখবীর সিং সান্থ এবং বিবেক জোশী। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে এবং পুরো কমিশনকে অন্ধকারে রেখেই একতরফাভাবে নিজেদের ইচ্ছেমতো সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। প্রথমত, নিয়ম বা রুল সংশোধন না করেই নতুন ভোটের নিবন্ধনের ‘ফর্ম-৬’-এ একটি রেআইনি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে- আবেদনকারীর নাম, মা, ঠাকুরানা বা ঠাকুরমার নাম ২০০২ সালের ভোটের তালিকায় ছিল কি না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৩ লক্ষ বৈধ ভোটারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন যে মামলা বা আপিল দায়ের করেছিল, সে বিষয়ে দুই কমিশনার সান্থ ও জোশীকে বিদ্মূঢ়াৎ জানানো হয়নি। কার নির্দেশেই আপিল করা হল- তা নিয়ে অন্য দুই কমিশনার লিখিত প্রশ্ন করলেও সিঙ্গি তাঁর কোনও উত্তর দেননি। এবং তৃতীয়ত, মম্বয়ার অভিযোগ, কমিশনের ডিজি (আইটি) সীমা খান্নাকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের তালিকায় মারাত্মক কার্যচূপি করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বুখ স্তরের কর্মকর্তা বা ইআরও-রা নথিপত্র যাচাই করে যাঁদের নাম ভোটের হিসেবে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন, ব্যাকএন্ড থেকে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কৃষ্ণগণের তৃণমূল সাংসদ মম্বয়া সৈত্রা।

বৃহস্পতিবার দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় গিয়ে তিনি এফআইআর দায়ের করেন। ঘটনার নেপথ্যে যে ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিগত ১০ মাসে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া অন্তত ১৪টি নীতিগত সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার - সুখবীর সিং সান্থ এবং বিবেক জোশী। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে এবং পুরো কমিশনকে অন্ধকারে রেখেই একতরফাভাবে নিজেদের ইচ্ছেমতো সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। প্রথমত, নিয়ম বা রুল সংশোধন না করেই নতুন ভোটের নিবন্ধনের ‘ফর্ম-৬’-এ একটি রেআইনি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে- আবেদনকারীর নাম, মা, ঠাকুরানা বা ঠাকুরমার নাম ২০০২ সালের ভোটের তালিকায় ছিল কি না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৩ লক্ষ বৈধ ভোটারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন যে মামলা বা আপিল দায়ের করেছিল, সে বিষয়ে দুই কমিশনার সান্থ ও জোশীকে বিদ্মূঢ়াৎ জানানো হয়নি। কার নির্দেশেই আপিল করা হল- তা নিয়ে অন্য দুই কমিশনার লিখিত প্রশ্ন করলেও সিঙ্গি তাঁর কোনও উত্তর দেননি। এবং তৃতীয়ত, মম্বয়ার অভিযোগ, কমিশনের ডিজি (আইটি) সীমা খান্নাকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের তালিকায় মারাত্মক কার্যচূপি করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বুখ স্তরের কর্মকর্তা বা ইআরও-রা নথিপত্র যাচাই করে যাঁদের নাম ভোটের হিসেবে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন, ব্যাকএন্ড থেকে

● এরপর ৬ পাতায়...

# কালীপুজোর পরেই কলকাতা-হাওড়া-সহ ৭ পুরসভায় নির্বাচন!



এবার সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২৭-২৮ নভেম্বর নির্বাচন হতে পারে। ডিসেম্বরের শুরুতেই নির্বাচনের ফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কলকাতা ও হাওড়া নয়, একদিনে একসঙ্গে সাত পুরসভায় ভোট হবে। অক্টোবরেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে। খুব শীঘ্রই ভোটের দিনক্ষণ জারি করা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, ২৭ অথবা ২৮ অক্টোবর পুরভোটের বিজয়ী জারি করা হতে পারে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবারই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকে ভোটের প্রস্তুতি নিয়েই আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। মোট সাত পুরসভায় একসঙ্গে ভোট হবে। কলকাতা, হাওড়া, বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিঙ্গপাং এবং কাশিয়া পুরসভায় নির্বাচন হবে। মোট ৬৩০১ বুথে ভোটগ্রহণ। সূত্র মারফত খবর, কমিশনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। আর বাকি যে পুরসভা রয়েছে, তার নির্বাচন হতে পারে সংশ্লিষ্ট পুরভোটারের মোদান অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে, আগামী বছর ফেব্রুয়ারির দিকে বাকি পুরসভার ভোট হতে পারে। মমতা তৃণমূলের নেতা বৈশ্যনীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, “বিজ্ঞপ্তি জারি হলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। ডিলিমিটেশন নিয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা জানিয়েছি। নির্বাচনে লড়ার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকি। তবে, যদি নিয়ম মেনে না হয়, তাহলে আমাদের বক্তব্য তো থাকবেই।” বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিত সরকার বলেন, “আমরা সবসময় তৈরি। এখানে যাই হোক না কেন, যখনই ভোট হোক না কেন আমরা প্রস্তুত থাকি। জনতার জন্য যা ভাবছি, তা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। আলাদা করে মানুষকে বোঝানোর কিছু নেই। কারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কথা ভাবছেন, পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছেন, যাতে ভারতের প্রথম সারির তিনটি রাজ্যের মধ্যে আমরা পৌঁছতে পারি। পুরভোট বা পুরসভাগুলি বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। পুরভোটেও তার প্রতিফলন আসবে, আমরা তা বিশ্বাস রাখি।”

# ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ৫২৯ কোটি খরচ বিজেপির! অর্ধেকের বেশি ব্যয় শুধু বাংলাতেই

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ৫২৯ কোটিরও বেশি খরচ করেছে বিজেপি। যার অর্ধেকের বেশি গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী, অসম, কেরাল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং বাংলায় ভোটের লড়াইয়ে গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় দফতর থেকে মোট ৫২৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বাংলাতেই ব্যয় ২৮৬ কোটি। বাংলায় বিজেপির মোট ব্যয়ের মধ্যে ২১৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা গিয়েছে দলীয় প্রচার এবং অন্যান্য সাধারণ নির্বাচনী খাতে। প্রার্থীদের জন্য খরচ হয়েছে ৬৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রার্থীদের সরাসরি দেওয়া হয়েছে ৫৮ কোটি ৮০ লক্ষ, যা বেশ চমকপ্রদ। বছরছয়ের চেষ্টার পর ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাংলায় বিজেপি প্রথমবার সরকার গড়ে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ রাজ্যের মধ্যে বাংলায় দলের নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণও সবচেয়ে বেশি ছিল। হয়েছে ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। পুদুচেরি অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে ছোট এবং জনসংখ্যা



লক্ষ। তামিলনাড়ুতে ৫১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে গেরুয়া শিবির, তাও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। তুলনায় পুদুচেরিতে খরচ হয়েছে ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। পুদুচেরি অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে ছোট এবং জনসংখ্যা

ও বিধানসভা আসনের সংখ্যাও কম। অর্থাৎ পাঁচ রাজ্যের মধ্যে বাংলার পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খরচ অসমে হয়েছে। কেরল এবং তামিলনাড়ু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনে ৫২৯ কোটির মধ্যে ২৮৬ কোটি এক রাজ্যে ব্যয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রেটার নমডায় বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকপ্রকাশ উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নমডায় বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বৃহস্পতিবার গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনা। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যাণ্ডলে লিখেছেন, উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নমডায় বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। এই ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।প্রসঙ্গত, বুধবার গভীর রাতে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে চলন্ত ডবল ডেকার বাসে ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই সময় বাসে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় একজন মহিলা-সহ ৯ জন জীবন্ত দক্ষ হয়ে মারা যান। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, বাসটি নয়ডা থেকে মাহোবার দিকে যাচ্ছিল। পথে যমুনা এক্সপে সওয়েতে বাসটিতে আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে আজ।

ভারতের ইলিশ নিষিদ্ধ করা হলো বাংলাদেশে



নিজস্ব প্রতিবেদন, ২৪সেপ্টেম্বরগঙ্গা বা পদ্মা নয়, একদম গুজরাট থেকে ইলিশ সাপ্লাই হচ্ছিলো বাংলাদেশে। কিন্তু সেই ইলিশের স্বাদ নেই। আর সেই কারণেই বাংলাদেশে সপষ্ট জানিয়ে দিলো তারা আর ভারত থেকে ইলিশ কিনবে না। গুজরাট থেকে বিপুল পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি হয়েছে বাংলাদেশে। এহেন ঘটনায় স্বভাবতই সেদেশে অস্বস্তি বেঁচেছে। ফলে ভারত থেকে ইলিশ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাসাল তাদের রহমান সরকার। ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা। তবে পুজোর সময়ে ভারতে ইলিশ রপ্তানি করতে চেয়ে ১৮টি সংগঠন অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে।চলতি বছর বাংলাদেশে একাধিকায় ইলিশের উপাদান অনেকটাই কমে গিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি অর্থবছরে প্রথম দু’মাসে হরিদাসপুর সীমান্ত হয়ে যশোর জেলার বনোপোল বঙ্গরে পৌঁছেছে ভারতের ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ২২৬ কেজি ইলিশ। ৮৮০ কেজি জুলাই মাসে ২৯ হাজার ৮৮০ কেজি এবং আগস্টে ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৪৬ কেজি ইলিশ বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে। গুজরাটের ডারক বঙ্গর থেকে তো বটেই, হাওড়া পাইকারি মাছ বাজার থেকে ইলিশ পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশে। ধাপে ধাপে প্রায় ৫০০ টন ইলিশ পাঠানো হয়েছে বলে খবর। ভারত থেকে আমদানি করা ইলিশ খেতে গিয়ে স্বভাবতই বাংলাদেশি আমজনতার হাতে হেঁকা বেগু গেছে। অনেক বেশি দাম বিকিয়েছে ভারতের ইলিশ। এহেন পরিস্থিতিতে তারেক সরকারি সিদ্ধান্ত নিল, বাংলাদেশে ভারতের ইলিশ আমদানি করা যাবে না। মস্যা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মহম্মদ খালেদ কমনকের নির্দেশে বাতিল হয়েছে ইলিশ আমদানির ১০৩টি অনুমতিপত্র। ২২ সেপ্টেম্বরের এই নির্দেশিকা। ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের বাঁকরে ইলিশের জোগানো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

পুরস্কার ঘোষিত অভিযুক্ত প্রেফতার

মডি়, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তর প্রদেশের মডি় জেলার চিরাইয়াকোট থানা এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার একটি গুলির লড়াইয়ের পর পুলিশ সরসোনা হত্যা মামলায়,২৫,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত অভিযুক্তকে প্রেফতার করেছেন।এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম নীরজ কুমার ওরফে চট্টহার্য (২৭),গ্রাম গাজীপুর জেলার দুন্নপুর থানার সরাই থনেশ।

**যোষণা**
দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমনটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাননগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভারতসরকারের পেশাল ক্রাইম ড্রাফ্রেট নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# বর্তমান তরুণ প্রজন্মই আগামী দিনের বিকশিত ভারতে রূপকারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজনীতি, নির্বাচন এবং সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা নিজের জায়গায় থাকবে, কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য দেশ গঠন এবং উন্নত ভারত গড়ে তোলা। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘সেবা সংকল্প যাত্রা’র অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুজরাটের ভাদনগর থেকে উত্তর প্রদেশের বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত এই যাত্রায় যুক্ত তরুণদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাদনগর ও বারাণসী-উভয়ই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর। আমরা কাছে একটি জন্মভূমি, অন্যটি কর্মভূমি। এই দুই প্যূর্ভূমিকে সেবার মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া এক অনন্য উদ্যোগ।



বিশেষ করে দলীয় কর্মী ও তরুণীদের বিপুল অংশগ্রহণ দেখে তিনি অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত বলে

জানান।দলীয় সংগঠক হিসেবে নিজের দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে নরেন্দ্র মোদি বলেন,

আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এই ধরনের যাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এক বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি উল্লেখ করেন, সেবার মনোভাব থেকেই বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ বা ‘ বিকশিত ভারত’-এর মতো ঐতিহাসিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্ম হয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তুলতে যুবশক্তির ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান তরুণ প্রজন্মই আগামী দিনের বিকশিত ভারতের রূপকার এবং প্রধান সুবিধাভোগী। তুলসী স্তরে মানুষের সঙ্গে মেশা, তাঁদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা বোঝা এবং মার্টিন কাছাকাছি গিয়ে ভারতকে জানার ক্ষেত্রে এই সেবা সংকল্প যাত্রা তরুণদের জীবনে এক বিরাট অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

## বাসরুটে আর টোটো চলবে না - জানিয়ে দিলো পরিবহন দপ্তর

কলকাতা,২৪সেপ্টেম্বরঃজিটরোড সহ যেই রুটে বাস চলে সেই রুটে আর টোটো বা ই-রিকশা চালানো যাবে না। এই কা নির্দেশিকা দিলো পরিবহন দপ্তর। আগেই রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছেন পরিবহন দপ্তরের প্রধান সচিব রবি ইন্দর সিং। চিঠিতে জানানো হয়েছিল, ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী ই-রিকশা বা টোটো মূলত ‘ লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি’ বা স্বল্প দূরত্বের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করার কথা। ২০১৬ সালের রাজ্য পরিবহন দপ্তরের নির্দেশে নির্দিষ্ট স্থানীয় রাস্তায় টোটো চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জাতীয় এবং রাজ্য সাকের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে টোটো চলছে। এর ফলে যানজট তৈরি হওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা কঠোরভাবে কার্যকর করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিষিদ্ধ রাস্তায় টোটো চলাচল বন্ধ করতে বলা হয়েছে। কারণ এখনও দেখা যাচ্ছে জেলায় জেলায় জিটি রোডে টোটো বে-অলিভাইডেই যাত্রী নিয়ে ছুটছে। কিন্তু জিটি রোড রাজ্য সড়কের আওতাতেই পড়ে। তাই জিটি রোডে টোটো বন্ধে কড়া হতে বলা হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। পরিবহন দপ্তর সূত্রে খবর, আগের সরকারের আমলেও জাতীয় ও রাজ্য সাকে টোটো চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা বলেছিল। কিন্তু আদতে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এই সরকার প্রথম থেকেই বিষয়টি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। এমনকী, জিটি রোড এবং বাসরুটেও টোটো নিষিদ্ধর পথে হাঁটতে চলছে রাজ্য। জেলায় জেলায় তা বলা হয়েছে পুলিশকে।

### নিউটাউনে হতে চলেছে ২০০০ শয্যার মেগা হাসপাতাল ‘ আদানি আরোগ্য নিকেতন’



কলকাতা,২৪স্পেটম্বরঃআদানির প্রধানমন্ত্রীর মত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক খুবই নিবিা। মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা আদানির হাত ধরেই রাজ্যে আসতে চলেছে বিপুল বিনিয়োগ। এই মুহূর্তে ‘আদানি আরোগ্য নিকেতন’ গঠনের জন্য তপরতা তুঙ্গে। বুধবারও ৩২টি সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী। আজ, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসােসম্বিক পরিকাঠামোয় বড় পদক্ষেপ। নিউটাউনে গড়ে উঠতে চলেছে ২,০০০ শয্যার মেগা হাসপাতাল ‘আদানি আরোগ্য নিকেতন’। আজ, বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসেছেন গৌতম আদানি। নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া-২-এর ৫১.৭৫ একর জমিতে আদানি গোষ্ঠীর এই সুবিশাল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপূজো ও শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাথমিক ভানায় ১,০০০ শয্যার কথা থাকলেও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বাড়াতে বিবেচ্য প্রস্তাবে তা বাড়িয়ে ২,০০০ শয্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নবায় সূত্রে খবর, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক দক্ষায় ১,২০০ ক্রেটি টাক।

## কালীঘাট মন্দিরে পুজোর পর বার্তা গৌতম আদানির

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সকালে, পবিত্র কালীঘাট মন্দিরে মা কালীর আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য আমার ও প্রতির হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে এ কথা লিখলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি।তিনি লিখেছেন, কলকাতায় যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল, সেই মুহূর্তটি ছিল এক গভীর ও বিনশ অনুভূতির। হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমরা বাংলার মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছি এবং আমাদের আগামী যাত্রার জন্য মা কালীর আশীর্বাদ চেয়েছি।মা কালীর শক্তি আমাদের পথ দেখাক এবং তাঁর কৃপা সর্বদা বাংলার ওপর বজায় থাকুক।জয় মা কালী!প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দিনভর ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে আদানির। সূত্রের খবর, নবায়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের কথা তার। সৌজন্য অনুষ্ঠান গৃহে মধ্যাহ্নভোজ। এর পরে আলিপুরে বণিকসভার অনুষ্ঠান।

### শবরীমালার স্বর্ণমুকুট নিরাপদ, কেবলমে ওষুধের ঘাটতি নেই ঃকে মুরলীধরন



ত্রিশুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিমানযাত্রা বিতর্ক, শবরীমালা মন্দিরের স্বর্ণমুকুট এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিরোধীদের তোলা একাধিক অভিযোগের কড়া জবাব দিলেন কেবলের মন্ত্রী কে মুরলীধরন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিমান ভ্রমণ সংক্রান্ত বিতর্ক প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার মন্ত্রী বলেন, পিনারাই আগেও একই সংস্থার বিমান ব্যবহার করেছেন। এই সফরের স্পনসর কে ছিলেন, তা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রকাশ করবেন।শবরীমালা প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, দেবস্বম বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী মন্দিরের পবিত্র স্বর্ণমুকুট সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবেন এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, শবরীমালা সংক্রান্ত কোনও বিশেষ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে দেননি। তবে মন্দিরের উন্নয়নে তহবিলের কোনও ঘাটতি নেই এবং প্রয়োজনে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে।রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ওষুধের সংকট নিয়ে ওঁটা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী কটাক্ষের সূত্রে বলেন, রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালেই ওষুধের অভাব নেই। তবে কিছু মানুষের অহেতুক ধর্ষা বা হিংসার কোনও গুণ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই।

### দেহরাদূনে একাধিক পর্বতারোহণ অভিযানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদুন, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরকাশীর বিখ্যাত ‘ নৈহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টে নিয়ারিং’ (নিম)-এর একাধিক পর্বতারোহণ অভিযানের সূচনা করলেন উত্তরাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী পুন্বর সিং ধামি। বৃহস্পতিবার সকালে দেহরাদুনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এই অভিযানগুলির আনুষ্ঠানিক যাত্রার সূচনা করেন।অনুষ্ঠানে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জওহর ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টে নিয়ারিং (জিম) এবং আমাদের নৈহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টে নিয়ারিং (নিম)-উভয় প্রতিষ্ঠানই অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করছে। পর্বতারোহণের নতুন নতুন কৌশল ও পথ আবিষ্কার, গবেষণা এবং পাাহাড়ে আগ্রহী তরুণদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য।তিনি আরও যোগ করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উভয় প্রতিষ্ঠানই উল্লেখযোগ্য মাইলফলক স্পর্শ করেছে এবং বহু নতুন চূড়া সফলভাবে আরোহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী উভয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করে বলেন, যারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই যৌগাধকর ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছেন, আমি তাঁদের প্রত্যেকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

# জ্ঞানেশ কুমারকে প্রেফতারের দাবি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতার



কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে প্রেফতার করত্ই হবে। দাবি করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ফেসবুক ভিডিও বার্তায় তিনি কমিশনের ঘটনা নিয়ে সরব হন।নির্বাচন কমিশনের বিরোধ নিয়ে যে খবর প্রকাশ্যে এসেছে তাতে সম্প্রীতএকাধিক বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বাকি দুই কমিশনারের বিবাদ হয়েছিল বলে খবর এসেছে। সেই নিয়ে এখন তোলাপাড় দেশ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রেক্ষিতে দাবি, একমাত্র বিজেপির হয়ে কাজ করাই নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য। আর আজ সেটাই গোটা দেশের সামনে বোঝান্ন হচ্ছে।সোহোমমতার দাবি, সর্বপ্রথম তারাই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট চেয়েও চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আরও বড় দাবি করেন মমতা।তিনি পরিস্কার করে জানান, জ্ঞানেশ কুমারের জন্যই বিজেপি ২০২৪-এ জিতছে, ২০২৫ ও ২০২৬-এ যত ভোটি হয়েছে তাতেও কমিশনের জন্যই জয় পেয়েছে তারা। এমনকী ২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটেরও কমিশনের সাহায্যে লুট করে বিজেপি জয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।জ্ঞানেশ কুমারকে ফের একবার অজ্ঞপ্ত করে মমতা বলেন, যাঁর ভাানিশ হওয়ার দরকার সে ভাানিশ হলেই বিজেপির সব শেষ হয়ে যাবে। এই যোরাটা ওঁর জন্য নয়। এসআইআরের নামে ইতিএম দখল করে, হাইজ্যাক করে জ্ঞানেশ কুমাররা বিজেপিকে জিতিয়েছে।মমতার দাবি, যে রাজগুলিতে বিজেপি জিতছে, সেই রাজগুলিতে আবার পুরনো ভোটার তালিকা ফের ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে আজকে।

দফায় দফায় বৃষ্টি, জলমগ্ন কলকাতার একাধিক এলাকা
কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : গত বুধবার রাতভর মুখলধারে বর্ষণ। আবার বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টি। টানা ভরী বর্ষণের জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়লো উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার সবকিছু। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও এলাকা। নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সব কাঁটি পাঁপিপং স্টেশনকে সক্রিয় রাখা হলেও গঙ্গার জোয়ারের কারণে জল সরতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে। পুরসভা সূত্রে।বৃহস্পতিবার জানা গেছে, গত বুধবার সাঝা রাতভর শহরজুড়ে গড়ে ৮০ থেকে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানা যায় আজকে।

### রাশিফল

মেসঃসামগ্রিক দিক থেকে আজ মেঃ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি খুব ভালো যাবে। আপনার জীবনে উন্নতি এবং ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হবে। আজ আপনি যে কাজই করুন না কেন, তাতে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন।

বুধঃ আজ বুঃ রাশির জাতকদের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই সময়টি আপনার মনে বিদ্রাস্তি ও উত্তেজনার অনুভূতি তৈরি করতে পারে। শুভদিন হবে মিথুনঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আজ, আপনি অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, এবং পরামর্শের জন্য আপনার পিতাকে বা পিতার মতো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।। কর্কটঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। সিংহঃ গর্ভবতী মায়েরের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচর সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্কটবিনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে তুলাঃ হতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করেছে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমস্বন্ধকেও নষ্ট করবে। শুভদিন। বৃশ্চিকঃ আপনার সম্পর্কগুলিও আরও দৃঢ় হবে। বিশেষ করে প্রেমের জীবনে প্রিয় মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি ও উসাহে ভরা থাকবে। মকরঃআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য প্রত্যাশায় ভরা একটি দিন হবে। শুভদিন হবে। কুম্ভঃ আজ কুন্ত রাশির জাতকদের জন্য দারুণ একটি দিন হতে চলেছে। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে, যা আপনার মানসিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। মীনঃ আজ একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আজকের দিনটি আপনি কিছু এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা আপনার মধ্যে মানসিক চাপ ও অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে । সংসারে শান্তি হবে।

**আবহাওয়া**
দক্ষিণবঙ্গে দুর্য়োগপূর্ণ আবহাওয়া থেকে এখনও স্বস্তি মিলল না। বৃহস্পতিবারের বৃষ্টি হয়েছে।চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায়। বৃষ্টি হয়েছেকলকাতাতেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টাও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের ধারা অব্যাহত থাকবে। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের জন্য শুক্রবার পর্যন্ত জারি রয়েছে সতর্কতা।আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে উপকূলবর্তী ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দুয়েগেরে প্রভাব অশেষ্কাকৃত বেশি পড়তে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে চলবে বৃষ্টি। শহর ও শহরতলির আকাশ মুগ্ধ মেলো থাকবে এবং দফায় দফায় দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টির সাহাবার রয়েছে।মুম্বাইয়ে প্রতিকূল আবহাওয়া হলে উত্তাল পরিস্থিতির কারণে মস্যা জীবীদের সুরক্ষায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গভীর সমুদ্র মাছ ধরতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও প্রশাসনের তরফে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে, উত্তরবঙ্গে ২৬ তারিখের পর কমবে বৃষ্টি আর দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবারের পর কমে যাবে বৃষ্টির দুর্য়োগ।আজকের সবেচিা তাপমাত্রা হয় ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং বর্ষাঋতু হয় ২৫ ডি গ্রি সেলসিয়াল ।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা।আবহাওয়া দফর থেকে জানা।

**জোয়ার-ভাটা**

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিটে।
ভাটা-বেলা ০২টা ৪৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৩ মিনিট।
সূর্যওদয় পেরেছে ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেকএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

দূরস্বভাবা, কলকাতা

### মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতার পর হাওড়াতেও অনুদান প্রত্যাখ্যান ইছাপুর শিবাজী সংঘের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতার পর হাওড়াতেও অনুদান প্রত্যাখ্যান ইছাপুর শিবাজী সংঘের। কলকাতার পর এবার হাওড়াতেও সরকারি দুর্গাপূজোর অনুদান প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত সামনে এল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ইছাপুর শিবাজী সংঘ জানিয়েছে, ২০২৬ সালের দুর্গাপূজোর জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া এক লক্ষ টাকার অনুদান তারা নেয়া না। গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার মিলনমেলা গ্রাম্পে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এক লক্ষ টাকা সরকারি অনুদানের কথা ঘোষণা করার পাশাপাশি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও বড় বাজেটের পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান না নেওয়ার আহ্বানও করেছিলেন। তাঁর আবেদনের পর কলকাতার একাধিক পুজো কমিটি সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। এবার হাওড়ার ইছাপুর শিবাজী সংঘের সিদ্ধান্তে সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। সংগঠনের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের প্রতি সম্মান জানিয়ে সরকারি অনুদান থেকে বিরত থাকবে তারা এবং সরকারি নিজস্ব উদ্যোগের উপর আস্থা রেখেই পুজোর আয়োজন করবে। তবে সরকারি অনুদান না নিলেও পুজোর সময় বিদ্যুৎ বিলে ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য রাজ্য সরকার ও সিইএসসি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ইছাপুর শিবাজী সংঘ।

### মটিয়ার বিক্ষোভের ঘটনায় ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে দাবি বিজেপির

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ গত ২০ শে সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় মটিয়ার বিজেপির মন্ডল সহ-সভাপতি কৃষ্ণ তরফদার কে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এবার সেই ঘটনার পরস্ফটিকে মুখ খুললেন বিজেপির বসিরহাট উত্তর মন্ডল ২ এর সভাপতি। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হন বিজেপির পরিষদটি উত্তর মন্ডল ২ এর সভাপতি প্রদীপ কাহার, জেলা সদস্য ব্রজীত দাস ও বসিরহাট মন্ডল ২ এস সি মোর্চার সভাপতি মণিশঙ্কর বসু সহ বিজেপি নেতৃহু। তাদের কথায় ঘটনাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, যারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে তারা বিজেপির কেউ নয়, দলের বনাম করতৈরী এই ঘটনার নিদান বলেই দাবি তাদের। ইতিমধ্যে ঘটনার বিরন রাজ্য নেতৃত্বে জানানোর পাশাপাশি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করা হয়েছে বলে জানান।

### ২০৩৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের ঘোষণা আদানি গোষ্ঠীর

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ তত্ব । নিউউটেআে আজ ২,০০০ শয্যার ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন সংস্থার চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। তিনি বলেন, বাংলা শুধু একটি বিনিয়োগের গন্তব্য না, আদানি গোষ্ঠীরা কাছে এটি ভবিষ্যতের অন্যতম কর্মভূমি। তাঁর দাবি, বদর, লার্জিস্কন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সম্ভালন, রাস্তা, সেতু, রোপওয়ে, গ্রিন সিস্টেম এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার-সহ একাধিক ক্ষেত্রে ২০৩৫ সালের মধ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিনিয়োগ কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। অনুষ্ঠান থেকে ৪,০০০ কোটি টাকার ব্যয়ে ২,০০০ শয্যার অল্লাউজনক ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’ তৈরির কথাও ঘোষণা করেন আদানি। হাসপাতালের ১,০০০টি শয্যা আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। হাসপাতালের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রও গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পে প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথাও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাংলা শিল্পে পিছিয়ে পড়েছিল। নতুন সরকার সেই পরিস্থিতি বদলাতে বদ্ধপরিকর। তিনি আদানি গোষ্ঠীকে দাদনপাত্রাব্ধ গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে অগ্রথরনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনীয় জমি প্রস্তুত রয়েছে এবং শীঘ্রই দরপত্র ডাকা হবে। পাশাপাশি কল্যাণীতে প্রস্তাবিত গ্রিনবিল্ড বিমানবন্দর প্রকল্পেও লগ্নির আদ্যেদন জানান তিনি। অনুষ্ঠানে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের দুটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একটি ঐতিহাসিক রাইটস বিল্ডিংয়ের সংস্কার এবং অন্যটি দুর্গাপূজোর দৃষ্টান্তগত আন্তর্জাতিক প্রচার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো ও ঐতিহ্য রক্ষাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

# ৪,৭০২ কোটি টাকার প্রকল্পে হাওড়ার জলযন্ত্রণা মেটাতে স্থায়ী ড্রেনেজ পরিকাঠামোয় জোর

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ৪,৭০২ কোটি টাকার প্রকল্পে হাওড়ার জলযন্ত্রণা মেটাতে স্থায়ী ড্রেনেজ পরিকাঠামোয় জোর, জানুয়ারিতে শুরু প্রকল্পের কাজ। জানালেন পূর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তাঁর দাবি, বর্ষার জল নামাতে আপাতত পাম্প, জেট সাকশন মেশিন ও ফায়ার রিগেডের সাহায্য নিতে হচ্ছে হাওড়া পুরসভাকে। তবে এই ‘জল নামানোর’ ব্যবস্থা সাময়িক বলেই জানান তিনি। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে তাঁর দাবি, হাওড়ার জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে ৪,৭০২ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান

নেওয়া হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের যৌথ অর্থায়নে এই প্রকল্পের কাজ আগামী জানুয়ারি থেকে শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মন্ত্রীর বক্তব্য, শুধু জল পাম্প করে বের করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ড্রেনেজ পরিকাঠামোর উন্নয়ন। পাশাপাশি পুজোর আগে রাস্তা মেরামতের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ রাস্তার জন্য ইতিমধ্যেই ওয়ার্‌র আর্ডার বেরিয়ে গিয়েছে। তবে জমা জল না নামলে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। বৃষ্টি ঝামলে পুজোর আগেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেরামতের কাজ এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। হাওড়ার জলাবদ্ধতার পাশাপাশি সরকারি জমি জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবহারের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী। উত্তর হাওড়ার একটি জমিতে নিষেধাজ্ঞা চাখের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার, হান্সিয়ার চিকিৎসা এবং পরবর্তী সময়ে ডায়ালিসিস পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি। উমেশ রাই এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, হাওড়া শহরে ঘুরে দেখবেন যে জেট সাকশন মেশিনের সঙ্গে আজকে ফায়ার রিগেডের গাড়ি নেমেছে, জায়গায় জায়গায় জল বের করার জন্যে। আমরা সব রকমের যত সাধন আছে সব লাগিয়ে দিয়েছি।

# বাড়ি ভাঙচুর থেকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, বিহার থেকে গ্রেফতার রিষড়ার প্রাক্তন কাউন্সিলরের ভাইপো

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঙ্গলি, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রিষড়া পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ খানের ভাইপো ইমরান খানকে বিহার থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর থানা এলাকায় বাড়ি ভাঙচুর, শাশি ব্রিহ্মতার কাছা এবং ধর্ষণের চেষ্টার মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ইমরানকে বিহার থেকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে শ্রীরামপুর আদালতে হাজির করাণো হবে। আদালতে কাছে তাঁকে নিজেদের হেমাঙ্গজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে পুলিশ। পুলিশের অভিযোগে, ২০১৬ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাসিতের আগে শ্রীরামপুর থানা এলাকার একাধিক ঘটনায় ইমরানের নাম উঠে এসেছে। জাহিদ খানের পুত্র শাহিদের সঙ্গে মিলে তিনি বিভিন্ন ধরনের গোলমাল ও অপরাধমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের। বাড়ি ভাঙচুর, এলাকায় আশ্রাণ সৃষ্টি এবং ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও বিচারদ্বারা এবং আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সেগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পুরনো মামলাগুলির তদন্তে পুলিশ নতুন করে সক্রিয় হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, সেই তৎপরতার জা পরিেই ইমরান আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছেল। শেষ পর্যন্ত বিহারে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর সেখানে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর সেখান থেকে সরাসরি শ্রীরামপুর থানায় নিয়ে আসা হয় তাঁকে। ইমরানের কাকা জাহিদ খান দীর্ঘদিন রিষড়া এলাকার তৃণমূল নেতা হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। তিনি রিষড়া পুরসভার কাউন্সিলর এবং পরে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বও

# দেবরাজ চক্রবর্তী মামলায় চার্জগঠন, সিভিক্‌টে অপরাধ ও তোলাবাজির ধারায় বিচার শুরু বারাসত আদালতে

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দেবরাজ চক্রব্তী মামলায় বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতে গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ হল। সিভিক্‌টে অপরাধ, প্রোমোটারদের কাছ থেকে তোলাবাজি-সহ একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জগঠন করেছে আদালত। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ ও চার্জশিটে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতেই এই চার্জগঠন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হতে পারে। ফলে চার্জগঠনের পর এবার মামলাটি বিচারপর্বে প্রবেশ করতে চলেছে। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে সিভিক্‌টে ক্রাইম সংক্রান্ত যেন নতুন ফৌজদারি ধারা রয়েছে, সেই ধারাতেও দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চার্জগঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, রাজ্যে এই প্রথম এই ধারায় কোনও মামলায় চার্জগঠন করা হল। ফলে দেবরাজ চক্রবর্তীকে ঘিরে মামলাটি আইনি দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তদন্তে উঠে আসা অভিযোগ অনুযায়ী, প্রোমোটারদের কাছ থেকে তোলাবাজির মাধ্যমে সংগৃহীত টাকা যুব তৃণমূলের একটি অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল। পুলিশ দাবি করেছে, সেই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে দেবরাজ চক্রবর্তীর যোগ ছিল। তদন্তকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা ছিল। এর মধ্যে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা অভিযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা ‘লিঙ্গস আন্ড বাউন্ড’-এর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল বলে তদন্তে দাবি করা হয়েছে। এই আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। চার্জশিটে তদন্তকারীরা যে তথ্য উল্লেখ করেছেন, তার ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার আদালতে দেবরাজের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করা হয়। তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিচার এখনও আদালতে সম্পূর্ণ হয়নি এবং অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণের বিষয়টি সাক্ষ্যগ্রহণ ও বিচারপ্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে। দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে জমা দেওয়া চার্জশিটে আরও দাবি করা হয়েছে, যুব তৃণমূলের ওই

# আউটডোরের লাইন এড়ানোর টোপ দিয়ে প্রতারণা! এসএসকেএমে জাল টিকিট-কাণ্ডে ধৃত তিন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এসএসকেএম হাসপাতালে ফের জাল টিকিট চক্রের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য। হাসপাতালের আউটডোরের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তি এড়িয়ে দ্রুত টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রকৃতিস্ত দিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পর আসল টিকিটের পরিবর্তে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল জাল আউটডোরের টিকিট। সেই টিকিট দেখেই হাসপাতালের পরিষেবা নেওয়ার চেষ্টা করতেন রোগীরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে

নেমে এই চক্রের হাল্গি পেয়েছে ভবানীপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আশাদ আলি, মহম্মদ সাহিদ এবং ভিহিদ আহমেদ। আশাদ আলি দক্ষিণ কলকাতার চামরু খান লেনের বাসিন্দা। অপর দুই ধৃত মহম্মদ সাহিদ এবং ভিহিদ আহমেদ হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার লিচুবাগানের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর ভবানীপুর থানার ওসি সৌমির বসুর নির্দেশে দ্রুত তদন্ত শুরু করা এবং তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। থানায় সূত্রপাত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, আউটডোরে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরই মূলত নিশানা করা হয়। প্রতিদিন হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারে সামনে দীর্ঘ লাইন হতে থাকে। সেই লাইন এড়িয়ে কল সন্মরে আউটডোরের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের প্রলুব্ধ করে এবং বলে অভিযোগ। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা অনেকেরই দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পরিন্দা এড়াতে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতেন বলে তদন্তকারীদের অনুমান। অভিযোগ, রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তদের প্রস্তাবে রাজি হলে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া হত। এরপর তাঁদের হাতে আসল টিকিটের পরিবর্তে জাল আউটডোর টিকিট তুলে দেওয়া হত। সেই টিকিট দেখিয়েই হাসপাতালের আউটডোর বিভাগের কর্মীদের কাছাকাছি টাকা চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার



ব্যবস্থা করার আমরা সব করছি। পাসিং মেশিন লাগিয়েছি। ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো হোক তার জন্য লক্ষ্যে নামিয়েছি। ফায়ার রিগেডের গাড়ি নামিয়েছি। আর এটা আমাদের হাতে কিছু নেই থাকৃতিক বৃষ্টি। জল বন্ধ না হলে আমরা কাজ শুরু করতে পারছি না। দুর্গাপূজার আগে আমরা একটি যদি সময় পাই, ওই সময়ের মধ্যে আমরা রাস্তাগুলোকে ভালো করে দেবো। অন্য এক থক্কের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, উত্তর হাওড়ায় বিভিন্ন সরকারি জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস জোর করে দখল করে পাটি অফিস সরিয়েছে। তার মধ্যে একটা জায়গায় ছেলোদের পার্ক ছিল, তার পাশেই দখল করে ওটা পাটি অফিস করেছিল। সেই পাটি অফিস ডেঙও দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় আমরা সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কলকাতার একটা স্বনামধন্য চিকিৎসা সংস্থা - প্রেম মিলন। প্রেম মিলন নিঃশুঙ্ক চোখ অপারেশন করে, হান্সি অপারেশন করে, ডায়ালিসিস ইউনিট চালায়। আমরা কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলে ওই জায়গাটাকে প্রেম মিলনকে হ্যান্ডওভার করেছি। সেখানে উত্তর হাওড়ার মানুষ বিনা পয়সায় সারা বছর চশমা বিতরণ, চোখের অপারেশন, হার্মিয়া অপারেশন পানেন। আর আগামী দিনে ওখানে ডায়ালিসিস ইউনিটও চালু হবে।

কিন্তু এটা তো সাময়িক। এই দিয়ে তো কোনোদিন এই যে জলে ভেসে যায় সেই হাওড়াকে বাচানো যাবে না। তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই একটি মাস্টার প্ল্যান করেছেন। চার হাজার সাতশো দুই কোটি টাকার। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক আর রাজ্য সরকার মিলে চার হাজার সাতশো দুই কোটি টাকার একটা মাস্টার প্ল্যান করেছে। জানুয়ারি মাস থেকে এই কাজ শুরু হবে যাতে মানে বর্ষাকালের যে জল জমে সেই সমস্যার সমাধান হবে। আমরা স্থায়ী সমাধানের দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু আপাতত যাতে জল বেরিয়ে যায় তার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের যত

ব্যবস্থা করার আমরা সব করছি। পাসিং মেশিন লাগিয়েছি। ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো হোক তার জন্য লক্ষ্যে নামিয়েছি। ফায়ার রিগেডের গাড়ি নামিয়েছি। আর এটা আমাদের হাতে কিছু নেই থাকৃতিক বৃষ্টি। জল বন্ধ না হলে আমরা কাজ শুরু করতে পারছি না। দুর্গাপূজার আগে আমরা একটি যদি সময় পাই, ওই সময়ের মধ্যে আমরা রাস্তাগুলোকে ভালো করে দেবো। অন্য এক থক্কের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, উত্তর হাওড়ায় বিভিন্ন সরকারি জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস জোর করে দখল করে পাটি অফিস সরিয়েছে। তার মধ্যে একটা জায়গায় ছেলোদের পার্ক ছিল, তার পাশেই দখল করে ওটা পাটি অফিস করেছিল। সেই পাটি অফিস ডেঙও দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় আমরা সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কলকাতার একটা স্বনামধন্য চিকিৎসা সংস্থা - প্রেম মিলন। প্রেম মিলন নিঃশুঙ্ক চোখ অপারেশন করে, হান্সি অপারেশন করে, ডায়ালিসিস ইউনিট চালায়। আমরা কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলে ওই জায়গাটাকে প্রেম মিলনকে হ্যান্ডওভার করেছি। সেখানে উত্তর হাওড়ার মানুষ বিনা পয়সায় সারা বছর চশমা বিতরণ, চোখের অপারেশন, হার্মিয়া অপারেশন পানেন। আর আগামী দিনে ওখানে ডায়ালিসিস ইউনিটও চালু হবে।

সামলেছেন। জাহিদ এবং তাঁর পুত্র শাহিদের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ ও মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বর্তমানে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ সূত্রের দাবি, তাদের দু’জনেরই সন্ধান করাচ্ছে না। জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস আগেও শাহিদের খোঁজে জাহিদ খানের বাড়িতে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। ইমরান গ্রেফতার হওয়ার পর এবার জাহিদ এবং তাঁর পুত্রের অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। ইমরানের সঙ্গে তাঁদের সাম্প্রতিক যোগাযোগ ছিল কি না, কোথায় তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং তাঁরা বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের তদন্তের অন্যতম লক্ষ্য এখন ইমরানের কাছ থেকে তাঁর কাকা ও শাহিদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। জিজ্ঞাসাবাদে পুরনো মামলাগুলির বিষয়ে তাঁর বক্তব্যও নেওয়া হবে। পাশাপাশি অভিযোগগুলির সঙ্গে তাঁর ভূমিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তির যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে একাধিক পুরনো মামলা নিয়ে পুলিশ তৎপরতা বাড়ার দাবি উঠেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলের নেতা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে থাকা মামলাতেও পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তোলাবাজি, এলাকায় আশ্রাণ, ছদ্ম-সহ বিভিন্ন অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ইমরান খানের গ্রেফতারও তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এখন শ্রীরামপুর আদালতে ইমরানকে হাজির করার পর মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে। পুলিশ ফেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি মিললে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জাহিদ খান ও তাঁর পুত্র শাহিদের সন্ধানে তল্লাশি আরও জোরদার হতে পারে।

অ্যাকাউন্টে থাকা ৭৭ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ১০ কোটি টাকার সঙ্গে দেবরাজের সরাসরি যোগ রয়েছে। তদন্তকারীরা তাঁর আর্থিক লেনদেন এবং সম্পত্তির বিষয়টিও খতিয়ে দেখেছেন বলে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে। তদন্তের নথিতে দেবরাজ চক্রবর্তীর স্ত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক অমিতি মূলীর সম্পত্তির বিষয়টিও উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে অমিতি মূলীর নামে মোট ২৫টি নতুন সম্পত্তি তৈরি বা অর্জন করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের হিসাব অনুযায়ী, ওই সম্পত্তিগুলির আনুমানিক মূল্য কয়েকশো কোটি টাকা। এই সম্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনের উৎস নিয়েও তদন্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দেবরাজ চক্রবর্তী একসময় বিধানগণর পুরনিয়েদের মেয়র পারিষদ ছিলেন। রাজনৈতিক মহলে তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মামলাটি আইনি দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এই কারণে মামলার আর্থিক লেনদেনে সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে আসার পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল নেতৃত্ব এবং ‘লিঙ্গস আন্ড বাউন্ড’ সংস্থাকে নিয়ে কড়া অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, অভিযোগের টাকা রাখার জন্যেই ওই সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। তবে এটি উল্লেখ্য তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল চক্রের হিসাব;সবকিছুই বিচারপর্বে কীভাবে উপস্থাপিত হয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

## আউটডোরের লাইন এড়ানোর টোপ দিয়ে প্রতারণা!

## এসএসকেএমে জাল টিকিট-কাণ্ডে ধৃত তিন



চেষ্টা করা হত। বাইরে থেকে দেখে দেখলে টিকিটগুলি আসলের মতোই মনে হত বলে অভিযোগ। ফলে রোগী বা তাঁর পরিজনরা প্রথমে বুঝতেই পারতেন না যে তাঁরা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তদন্তকারীদের মতে, এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছিল, অন্যদিকে হাসপাতালের সরকারি রাজস্বেরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। জাল টিকিটের মাধ্যমে নির্ধারিত সরকারি ফি-এর বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদার করাই ছিল অভিযুক্তদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ঘটনার পর ভবানীপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এরপর তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা শুরু করেন। তদন্তের সূত্র ধরে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা মূলত একই জেরেজের পোশাকনে কাজ করতেন। সেখান থেকেই জাল টিকিট তৈরি বা এই ধরনের কাজে তাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখেছেন তদন্তকারীরা। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনায় ধৃত তিন জনই পুরো চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি নাও হতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে তৈরি করা হত, কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল এবং এখনও পর্যন্ত কতজন রোগী এবং প্রতারণার শিকার হয়েছেন, সেই সমস্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসএসকেএমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে এই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসায় উল্লেখ্য তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল চক্রের রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে ধাক্কা পাশাপাশি নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকেই টিকিট সংগ্রহ করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন বলেও মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলে। আপাতত ধৃত তিন জনকে জেমা করে এই চক্রের পরিধি এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে ভবানীপুর থানার পুলিশ।

### বন্দেভারত এম্ব্রপ্রেস থেকে উদ্ধার ৪২ কেজি গাঁজা, তদন্তে আরপিএফ-জিআরপি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ফের রেল পুলিশের সাফল্য। বন্দেভারত এম্ব্রপ্রেস থেকে উদ্ধার ৪২ কেজিরও বেশি গাঁজা, তদন্তে আরপিএফ-জিআরপি। পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত এম্ব্রপ্রেসের সাত্তরাগাছি ওয়াশিং লাইনে সাফাই চলাকালীন চারটি পরিত্যক্ত বাগ থেকে উদ্ধার হয় ৪২ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেনটি সাত্তরাগাছি ওয়াশিং লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সাফাইকর্মীরা ব্যাগগুলি দেখতে পেয়ে খবর দেন শালিমার জিআরপিকে। জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাঁজা উদ্ধার করে। আদালতের নির্দেশে তা কোর্ট মালয়ান্য রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও কাউন্টে গ্রেফতার করা হয়নি। গাঁজার মালিকানা ও পাচারের সঙ্গে যুক্তদের খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ ও জিআরপি।

### সেবির ভুয়ো চিঠির ফাঁদে ২৬ লক্ষ খেয়ালেন কলকাতার ব্যবসায়ী

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শোয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে মোটা টাকা লাভের টোপ। প্রথমে অল্প টাকা বিনিয়োগ করিয়ে লাভের টাকা ফেরত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বিশ্বাস। এরপর বড় অঙ্কের লগ্নিজন্য চাপ এবং শেষ পর্যন্ত সেবির নামে ভুয়ো চিঠি পাঠিয়ে মানি লন্ডারিং মালমার হুমকি। এই কৌশলেই বেনিয়াপুকুরের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ৩২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে উঠেছে সাইবার জালিয়াতদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় অক্ষত এবং অবিনাশ নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে ৬ লক্ষ টাকার বেশি উদ্ধার করে ব্যবসায়ীকে ফেরত দিয়েছে। ব্যক্তি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু’সহস্র অ্যুসা ফেসবুকে শোয়ার ট্রেডিং সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন বেনিয়াপুকুরের ওই ব্যবসায়ী। বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ দেন তিনি। আবেদ্যোগ, সেখানেই অক্ষত ও অবিনাশ নামে দুই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বেশি টাকা ফেরতের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে একটি ভুয়ো শোয়ার ট্রেডিং অ্যাপ ডাউনলোড করানো হয়। প্রথমে ওই অ্যাপের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন ব্যবসায়ী। কিছুদিন পর তাঁকে প্রায় ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই টাকা তিনি সফল ভাবে তুলেও নেন। প্রথম বিনিয়োগ থেকে লাভ পাওয়ার পর ষোড়াবিক জারবেই অ্যাপ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর তাঁর বিশ্বাস আরও বাড়়। সেই সন্দেহেই তাঁকে আরও বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ব্যবসায়ী ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। কিছুদিন পর ফের তাঁকে ২৩ লক্ষ টাকা লগ্নি করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় তাঁর মনে। একসঙ্গে এত টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব নয় বলে তিনি ভাবেনে নেন। অভিযোগ, টাকা দিতে অস্বীকার করার পরেই শুরু হয় ভেতনকারপের কৌশল। ব্যবসায়ীর কাছে সেবির নামে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে দাবি করা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ না করলে তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে পদক্ষেপ করা হবে। চিঠিটি এখন দাখে তৈরি করা হয়েছিল যে ব্যবসায়ী সেটিকে আসল বলে মনে করতেন। আইনি পদক্ষেপের আশঙ্কা দ্বারা তিনি ভয় পেয়ে যান। শেষ পর্যন্ত আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে অভিযুক্তদের দেওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আরও ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাঠান তিনি। এর পরেও প্রতারণার জাল কাটেনি বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী ভুয়ো ট্রেডিং অ্যাপের মাধ্যমে নিজের শোয়ার বিক্রি করে বিনিয়োগের টাকা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন তাঁকে জানানো হয়, শোয়ার বিক্রি করতে হলে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হবে। এই দাবি ওঠার পরেই তাঁর সন্দেহ আরও গভীর হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি।

পূর্ব কলকাতার বেনিয়াপুকুর থানায় সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ মোবাইল ফোন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনে খতিয়ে দেখতে শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সেই টাকা ব্যবসায়ীকে ফেরতও দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযোগ অনুযায়ী, এখনও প্রায় ২৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অভিযুক্তদের সন্ধানে উদ্ভূত চালাচ্ছে পুলিশ। ফোনের তথ্য এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের সূত্র ধরে অক্ষত ও অবিনাশের পরিচয় এবং অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই প্রতারণার ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শোয়ার বাজারে লক্ষ মোটা টাকা লাভের প্রলোভন দেখিয়ে তৈরি করা এই প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ব্যবসায়ী যে পিপ্লা অর্থ হারিয়েছেন, তাঁরা তদন্ত এখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

### ক্ষমতায় এসেও বদল নয়! সংগঠনের দায়িত্বে অমিতাভ চক্রবর্তীর উপরই আস্থা বিজেপির

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বিরোধী অবস্থান থেকে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার দীর্ঘ রাজনৈতিক পর্বে সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকারে থাকার সময়েও সেই অভিজ্ঞ সংগঠকের উপরই আস্থা রাখল দল। বৃহস্পতিবার বিজেপির সর্বভারতীয় স্তর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে সাংগঠনিক রদবদলের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে বহাল রাখা হয়েছে অমিতাভ চক্রবর্তীকে। ফলে রাজ্য বিজেপির সংগঠন পরিচালনা সাাগামী দিনেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকছেন তিনি। দলীয় সাংগঠনিক পরিকাঠামোয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যজুড়ে দলের সংগঠন বিস্তার, সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় এবং দলীয় কার্যক্রমকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে। সেই দায়িত্বেই অমিতাভ চক্রবর্তীকে ফের রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ২০১৫ সালে দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) হিসেবে দায়িত্ব পালন অমিতাভ চক্রবর্তী। এরপর রাজ্যে রাজনীতিতে বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার ক্রমশ বাড়তে থাকে। ২০২১ সালে সূর্যকান্ত মজুমদার রাজ্য বিজেপির সভাপতি হওয়ার পর অমিতাভ চক্রবর্তী পূর্ণপর্যায়ের জন্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) হিসেবে দায়িত্ব সামলান। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে দলের সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছেন বলে বিজেপির অভ্যন্তরে আলোচনা রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপির সাংগঠনিক অবস্থানেও একাধিক পরিবর্তন এসেছে। বিরোধী দল হিসেবে বিভিন্ন নির্বাচনে লড়াই করার পাশাপাশি বুধস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়েছে দল। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা নেতাদের ভূমিকা নিয়েও দলের অন্তরে আলোচনা শুরু হয়। সেই পরিস্থিতিতে অমিতাভ চক্রবর্তীকে একই পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন দলের একাংশ। বর্তমানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের সংগঠন পরিচালনায় অমিতাভ চক্রবর্তী আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে নতুন রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে পুরনো সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে দল এগোতে চাইছে বলেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। অন্যদিকে, সাংগঠনিক রদবদলের তালিকায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সহ-সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে থাকা সতীশ ধন্দকে ওই দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে বলে খবর। তাঁর পরবর্তী ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে দলের অন্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোয় রাজ্য স্তরের পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তর থেকেও সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে নির্দিষ্ট নেতা থাকেন। প্রতিটি রাজ্যের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এতদিন এই দায়িত্বে ছিলেন শিবপ্রকাশ। সাংগঠনিক রদবদলের পর তাঁর জায়গায় সৌদাম সিন্কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে একদিকে যেমন রাজ্য স্তরে অমিতাভ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে বহাল রাখা হয়েছে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্তরেও পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন দেয়ালের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকারে আসার পর সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নতুন সমীকরণ কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। তবে বৃহস্পতিবারের ঘোষণায় স্পষ্ট, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য বিজেপির সংগঠনের





## অফরিট

## স্নাতক ও শিক্ষক না হলে দেওয়া যায় না ভোট! বিধান পরিষদ নিয়ে সংবিধানে কেন রাখা হয়েছিল এই বিশেষ ব্যবস্থা?

## জি. দাস

আপনি শিক্ষক বা স্নাতক পাশ করেছেন? আসুন ভোট দিয়ে যান। এটা কোনও স্লোগান নয়, এটা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের চিত্র। যেখানে কলেজের গণ্ডি না পেরলে ভোটাররা সাবালক হন না। আবার সাবালক হয়ে গেলেও শিক্ষক না হলে ভোট দিতে পারেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও দেশে এমন নিয়ম চালু রয়েছে। রাজ্যসভার বেশ কয়েকটি আসনে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে মঙ্গলবার। সঙ্গে নির্বাচন হতে চলেছে দেশের ২৮টি বিধান পরিষদে। আর পাঁচটা মানুষের মতো এই বিধান পরিষদগুলিতে চাইলেই যে কেউ গিয়ে ভোট দিয়ে দিতে পারেন না। বিধান পরিষদের নামের পাশে গ্র্যাজুয়েট থাকলে আপনাকে স্নাতক পাশ করতেই হবে, থাকতে হবে ডিগ্রি। ভোটার কার্ডের পাশাপাশি যাচাই করা হবে সেই তথ্যও। ধরুন, ‘পূনে ডিভিশন টিচার্স’ পরিষদে ভোট ৬ ডিসেম্বর। এই এলাকার যে কোনও পেশার লোক এই ভোটটি দিতে পারেন না। ভোট দিতে গেলে হতে হবে শিক্ষক। একই ভাবে ‘পদ্মা টিচার্স’ বা ‘দারভাড়া টিচার্স’-এও ভোটারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাঁহি করা হবে সেই তথ্যও। ধরুন, ‘পূনে ডিভিশন টিচার্স’ পরিষদে ভোট ৬ ডিসেম্বর। এই এলাকার যে

● এখন প্রশ্ন স্নাতক ও শিক্ষক নির্বাচনী এলাকা কী, কারা ভোট দেন?

ভারতের সব রাজ্যে বিধান পরিষদ নেই। যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভা ও বিধান পরিষদ-দুই কক্ষের আইনসভা রয়েছে, সেখানেই স্নাতক

সংস্থার প্রতিনিধিদের ভোটে এবং আরও এক-তৃতীয়াংশ বিধায়কদের ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি আসনগুলির মধ্যে প্রায় এক-

‘স্নাতক’ থাকলেই এই নির্বাচনে ভোট দেওয়া যায় না। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায়

● শিক্ষকদের জন্য কী নিয়ম? শিক্ষকদের নির্বাচনী এলাকাতেও ভোটার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। কোনও ব্যক্তিকে গত ছয়



ও শিক্ষক নির্বাচনী এলাকার ব্যবস্থা দেখা যায়। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশে বিধান পরিষদ রয়েছে। সংবিধানের ১৭১ নম্বর অনুচ্ছেদে বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনের কাঠামো নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, পরিষদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয়

দ্বাদশাংশ স্নাতকদের এবং এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকদের নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়। কিছু সদস্যকে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজ্যপাল মনোনীত করেন। ● স্নাতকরা কীভাবে ভোট দিতে পারেন? এখানে আছে টুইস্ট। নামের সঙ্গে

নাম তুলতে হলে অন্তত তিন বছর আগে স্নাতক হতে হবে। কোনও স্বীকৃত সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র থাকলেও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ভোটার হওয়া যায়। অর্থাৎ এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার হওয়ার পাশাপাশি আলাদা যোগ্যতা পূরণ করতে হয়।

বছরের মধ্যে মোট অন্তত তিন বছর শিক্ষকতা করতে হবে। সেই শিক্ষকতাও হতে হবে রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মাধ্যমিক স্তরের নীচের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করলে এই নির্বাচনী এলাকার ভোটার হিসেবে যোগ্যতা পাওয়া যায় না। ● কেন তৈরি হয়েছিল এই ব্যবস্থা?

বিধান পরিষদের এই বিশেষ নির্বাচনী এলাকার ধারণার পিছনে ছিল একটি নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ভাবনা। শিক্ষিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় নিশ্চিত হলে জাতিপাত, ধর্ম, অর্থবল বা বাহুবলের প্রভাব কিছুটা কমানো সম্ভব হবে-এমন ধারণা থেকেই এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে এই বিশেষ ভোটব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। সমালোচকদের একাংশের মতে, শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আলাদা নির্বাচনী এলাকা তৈরি করা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ধারণার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

## ● কতজন ভোট দেন?

এই নির্বাচনী এলাকাগুলির ভোটার সংখ্যা সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম। মহারাষ্ট্রের নাগপুর বিভাগের স্নাতক নির্বাচনী এলাকা তার একটি উদাহরণ। ওই এলাকার ছয়টি জেলায় ৬২টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এই এলাকার মোট ভোটার সংখ্যা এক কোটিরও বেশি হলেও স্নাতক নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষের সামান্য বেশি। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় এই বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় ভোটার সংখ্যা অনেকটাই সীমিত। শিক্ষক নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যা আরও কম হতে পারে।

## অদ্বৈত আচার্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে জাতীয় স্তরের আলোচনা

## নিজস্ব প্রতিবেদন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব অদ্বৈত আচার্যের জীবন, দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তার অবদান নিয়ে বৃধবার পানিহাটিতে অনুষ্ঠিত হল একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনা। বলাকা পাবলিশিং



হাউস, কলকাতা-র উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের মূল বিষয় ছিল অদ্বৈত আচার্য জীবন, দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে অবদান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির বিধায়িকা রত্না দেবনাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত চিকিৎসক জগদীশ চন্দ্র হালদার। সহ ব্ধ শিক্ষাবিদ, গবেষক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বর। অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক এবং বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তার জীবন দর্শন মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক,

শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার প্রসার এর কথা বলেন। এদিনের আলোচনার আহ্বায়ক ড. আশুতোষ গোস্বামী সহ অসংখ্য গুণমুখদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির একটি পর্বে ড. আশুতোষ গোস্বামীর একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হয়।

## AFFIDAVIT

I, NIKHIL TABARIA, S/O LT. KAMAL KISHOR TABARIA, RESIDING AT 21, JESSORE ROAD, HABRA, DIST. NORTH 24 PGS DO HEREBY DECLARE THAT IN MY BIRTH CERTIFICATE MY FATHER'S NAME WAS WRONGLY RECORDED AS KAMAL TABARIA. NOW IT IS RECTIFIED VIDE AFFIDAVIT NO.05/26 SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC COURT AT BARASAT ON 24/7/2026. KAMAL TABARIA & KAMAL KISHOR TABARIA BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

## AFFIDAVIT

I, Pinki Biswas alias Indira Biswas (Old Name) W/o Abhjit Das Residing at 76H/11, Belegahata Main Road, P.O. & P.S. Belegahata, Kolkata-700010 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Pinki Biswas, Indira Biswas (Old Name) to PINKI DAS (new name) and henceforth I'll be known as PINKI DAS (New Name) as declared before the Lt. Judicial Magistrate at Sealdah. vide affidavit No. 18339 Dated 14/08/2026. Pinki Biswas, Indira Biswas and PINKI DAS all are same and one identical person.

## AFFIDAVIT

I, Md. Alauddin Hossain, Father of Ashik Hossain residing at Vill. Bhurkunda, P.O. Samudrapur, P.S. Ashoknagar Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Alauddin Hossain in all purpose vide affidavit No.17648 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 23/9/2026. Now Alauddin Hossain & Md. Alauddin Hossain both are same and one identical person.

## AFFIDAVIT

I, Rabin Das S/o Srikantha Das Residing at Vill.-Rajnagar, P.O.-Rajnagar Bismahbar, P.S.-Namkhana Dist.-South 24 Parganas West Bengal, India. do hereby declare my actual address Vill.-Rajnagar, P.O.-Rajnagar Bismahbar, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas instead of Rajnagar, Rajnagar Srinathgram, Namkhana, South 24 Parganas as declared before the Lt. Judicial Magistrate 1st Class at Kakkidip, South 24 Pgs. vide affidavit No. 6735 Dated 22/06/25.

## বিস্তৃপ্ত

অমি শ্যামল কুমার পোদ্দার, পুত্র স্বরীয় গঙ্গা প্রসাদ পোদ্দার, নিবাসী বিশ্বসিংহ রোড (নতুন বাজার), থানা কোতোয়ালি জেলা শহর কুচবিহার সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে জনাঙ্কি যে, আমরাদের পৈতৃক ভূমির টেইন দলিল নম্বর ৬৬৬৬৬/৬৩। আমরাদের বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে, যাহার অভিজ্ঞাণ নম্বর কোতোয়ালি থানা GDE NO-1811 তারিখ ২৮.০২.২০২৪। যদি কোন স্বকল্প ব্যক্তি সেটা চোখে থাকেন কেবরত দিলে বাবিত থাকবা। বৃত্তান্ত- ৯৭৬৩০৬৩৬০৬

## CHANGE OF NAME

I, Parimal Ray, S/o Rashmohan Ray resident of Vill Tarunpally, P.O. Haripur, P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Parimal Ray to Parimal Roy and henceforth I shall be known as Parimal Roy in all purpose, vide affidavit No.15436 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 17.7.2026. Parimal Roy and Parimal Ray both are same and one identical person.

## CHANGE OF NAME

I, NIHA JAISWARA, daughter of Lallu Prakash Jaiswara, by faith Hindu, resident of 43, Lock Gate Road, Cossipore, Kolkata-70002, West Bengal, have changed my father's name from Lallu Prakash Jaiswara (old name) and shall henceforth be known as Lallu Prakash Jaiswara (new name) as declared before the First Class Judicial Magistrate at Sealdah City, vide Affidavit No. 19941, Dated 23/09/2026. Lallu Prakash Jaiswara (old name), and Lallu Prakash Jaiswara (new name) both are same and identical person.

## CHANGE OF NAME

I, OPHELIA MONDAL (old name) W/o: Nikantha Bhattacharya residing of 7/8, Priyanganu Ghosh Lane, Dist-Howrah, West Bengal-711104, do hereby declare that I have changed my name from OPHELIA MONDAL (old name) to OPHELIA MONDAL (New Name) and henceforth I shall be known as OPHELIA MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit No. K/Sept/26/226 sworn before the Notary public at Howrah dated 16/08/2026. OPHELIA MONDAL (New name/Correct name) and OPHELIA MONDAL (Old name) both are same and one identical person.

## CHANGE OF NAME

I, RUKIYAK M/o No. 157/18342P, Rank Lhav, SHE-MEER PB, residing at Kunnath House, Palakad Road, East ottapalam, P.O. Ottapalam, Dist. Palakad, Kerala-679101 do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name & DOB is RUKIYA K & 04.06.1968 instead of RUKIYA & 01.07.1968 which has been wrongly recorded in my son's service record being unit no. HQ 1 Sig Ttg centre(STC), PI order no. U/093/0038/2010 vide an affidavit notary dated 24.09.2026. RUKIYA K and RUKIYA are same and one identical person & actual DOB is 04.06.1968.

## CHANGE OF NAME

I, BASHEER F/o No. 157/18342P, Rank Lhav, SHE-MEER PB, residing at Kunnath House, Palakad Road, East ottapalam, P.O. Ottapalam, Dist. Palakad, Kerala-679101 do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name & DOB is BASHEER & 25.02.1965 instead of BASHEER P & 01.07.1966 which has been wrongly recorded in my son's service record being unit no. HQ 1 Sig Ttg centre(STC), PI order no. U/093/0038/2010 vide an affidavit notary dated 24.09.2026. BASHEER and BASHEER P are same and one identical person & actual DOB is 25.02.1965.

## CHANGE OF NAME

I, BALAMUDDIN SK, S/o -SADEK ALI, residing at Vill-Ikrol, Po-Suki, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, PIN-742226 do hereby declare that I have changed my father name in Driving License no (WB-5720100171313) from (wrong name) SADEQUE ALI to (actual name) SADEK ALI and henceforth my father shall be known as SADEK ALI in all purpose, vide an affidavit no. 16 AC 410892 sworn before the 1st class judicial magistrate addt at Labtag court 21/09/2026. (right name) SADEK ALI & SADEQUE ALI (wrong name) same and one identical person.

## নাম পরিবর্তন

আমি Sarbina Khatun, W/O Gousol Azam, গ্রামঃ বাজা, পোঃ-কল্লুর, থানা-মাড়ান্দা, বীরস্বর, পশ্চিমবঙ্গের বাগিচা আমার হেরের স্টিক নাম Mohammad Raian. কিন্তু তার আগের কার্ডে ভুলসহ Md Lucky Mondal বলে আছে। ১৮.০৯.২০২৬ তারিখ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় স্টেপের ৩১০৭ নম্বর একর্ডিনেটি বসে এনন থেকে আমার হেলস স্টিক Mohammad Raian নামে পরিচিত হলা। Mohammad Raian and Md Lucky Mondal এক এবং অন্নি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলা।

## CHANGE OF NAME

I, Kapoor Singh Bagga (Old Name) S/o Late Nirmal Singh Residing at 496, Sarat Chattopadhyay Road, District - Howrah Pin - 711103, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kapoor Singh Bagga (Old Name) to Kapoor Singh (New Name) and henceforth I shall be known as Kapoor Singh (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 24/09/2026. Kapoor Singh (New Name) and Kapoor Singh Bagga (Old Name) both are same and one identical person.

## ‘মিলনকে নির্বাচনে লড়তে দিন’

## ...১ পাতার পর

তাঁকে হেনস্থা না করা হয়। কালকে জানতে পারি, খেজুরি থানার একটি মামলায় নতুন করে আরও একটি প্রেক্ষতার পরোয়ানা জারি হয়। আজ সকাল সাড়ে দশটায় এই মামলার স্তানানি ছিল।” তিনি বলেন, “বিচারপতি রাজাকে স্পষ্ট করে দেয়, নতুন করে মামলায় মিলন প্রধানকে প্রেক্ষতারি দেখানো যাবে না। রাজ্যের তরফ থেকে বলা হচ্ছিল, এই মামলায় আগে থেকেই নাকি ওনাকে প্রেক্ষতার করা হয়েছিল। তাপূরণ জানতে পারি, রাজ্য ডিভিশন বেঞ্চ গিয়েছে। নন্দীগ্রাম থানার মামলায়, যেটায় আসলে প্রেক্ষতার হয়েছেন, তাতে আমরা চারটে বেল পিটিশন করেছিলাম। বিচারপতির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জারিয়েছেন, অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করছেন।” বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, “গণতন্ত্রের শর্ত মেনে আইন মেনে নির্বাচনে লড়ার অধিকার সবার আছে। এটা একটা পুরনো বাম আমলের মামলা। তিনি এতদিন ধরে জামিন মিলেন না কেন? ১৫ বছর ধরে জেনেশুনেও জামিন নেননি কেন?” মামলার ফেক্সপাট গত শুক্রবার ১৯ বছরের পুরনো মামলায় পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে প্রেক্ষতার করা হয় নন্দীগ্রামের কংসেন প্রাধীকে। তাঁর বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আদালনপর্বের খুন, খুনের চেষ্টা, লোকজন নিয়ে জমায়েত, লুটপাট-সহ নন্দীগ্রাম থানায় তিনটি এবং খেজুরি থানায় একটি মামলা রুজু হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

## পদত্যাগ না করলে ‘যন্তর মন্তর ২’ হবে

## ...১ পাতার পর

সুরক্ষিত রাখা হয়, তার জন্য শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনটির তৃতীয় এবং শেষ দাবি হল- ২০২৬ সালে পাস হওয়া নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইনটি অবিলম্বে বাতিল করে একটি নতুন আইন প্রবর্তন করতে হবে। এই নতুন আইন তৈরির প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করারও আর্জি জানিয়েছে তারা। সাংবাদিক কেঁঠেকে তোপ দেগে অভিজিৎ দিপকে বলেন, “দেশের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি হলেন এই প্রধান নির্বাচন কমিশনার। উনি সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন, তাই ওর পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে প্রতিবাদে নামবে। উনি সরে না যাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন থামবে না।”

## ৫০ লক্ষের তোলাবাজির অভিযোগ!

## ...১ পাতার পর

বেশি বালি নিয়ে যাওয়ার অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হবে। প্রথমে রাজি না হলেও পরবর্তীতে ব্যবসা বন্ধ ও প্রাণনাশের ভয় দেখানোর ফলে ব্যবসায়ী বাধ্য হয়ে প্রস্তাবে সম্মত হন। ব্যবসায়ীর দাবি, হুমকির মুখে পড়ে তিনি ক্যামাক স্ট্রিটে আইপ্যাক কার্যালয়ে যেতে বাধ্য হন। সেখানে প্রতীকের তৎকালীন আন্তরহায়ক সৌমজিৎ সেনের হাতে সরাসরি নগদ ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা তুলে দেন। পরবর্তীতে অনলাইনের মাধ্যমে বাকি টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর কেউ যোগাযোগ করেনি। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসেই লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর শালবর্নি থানা ঘটনার সত্যতা যাচাই করে সুমিত রায়, সৌমজিৎ সেন, প্রশান্ত দাস এবং আশিক নামক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রত্যরগা ও তোলাবাজির সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেন। এই পুরা চক্রে সুমিত ও সৌমজিৎের প্রকৃত ভূমিকা কতটা ছিল এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আর কাদের কাছ থেকে এভাবে অর্থ তোলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে অভিযুক্তদের ডেকে পাঠাতে পারে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

## ...১ পাতার পর

কথা বলে তাঁকে এক সিআরপিএফ কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। সেই মতো ২১ সেপ্টেম্বর সনিপতে মোহিত নামে এক সিআরপিএফ জওয়ানের সঙ্গে দেখা করেন ওই যুবতী। তার পর দু’জনে মিরাটে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুই পুলিশকর্মী এবং দুই সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পর চার জনকেই প্রেক্ষতার পরেই পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে অপহরণ বা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গণধর্ষণের ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিয়ানার বাসিন্দা ওই যুবতীর সঙ্গে ২০ সেপ্টেম্বর এক পরিচিত মহিলা যোগাযোগ করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান ঘুরে দেখানোর

## ...১ পাতার পর

কমিশনের এই নির্দেশ একটি সাময়িক বা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা, যা শুধুমাত্র আসম উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। দুই পক্ষই তাদের যেন আগামী রাজ্য সাধারণ নির্বাচনের বহু পূর্বেই এই বিতর্ক মিটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।” প্রধান বিচারপতিও মন্তব্য করেন, চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য কমিশনকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সঙ্গত সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে উভয় পক্ষই পর্যাপ্ত প্রমাণ পেশের সুযোগ পাবে এবং কমিশনও ভেবেচিন্তে রায় দিতে পারবে। প্রসঙ্গত, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে হতে চলেছে বহু চর্চিত উপনির্বাচন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল লড়ছে ‘ফুটবল খেলোয়াড়’ প্রতীকে এবং বিপরীত গোষ্ঠী ‘ডেমোক্রেটিক ভূগমূল কংগ্রেস’ লড়ছে ‘খান’ প্রতীকে। সিবালের বক্তব্য খরিজ হলেও সোমবার কমিশন ভাগমূলকে ঠিক কতদিনের মধ্যে জওয়ালের আসল মালিকানা ও প্রতীকের চূড়ান্ত মীমাংসা করার সময়সীমা ঘোষণা করে, এখন সেদিকেই নজর দেশের রাজনৈতিক মহলের।

## রক্ষকই ভক্ষক! উত্তরপ্রদেশে গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ২ পুলিশ ও ২ সিআরপিএফ জওয়ান

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ যাদের উপর নিরাপত্তার দায়িত্ব, তাদের বিরুদ্ধেই উত্তর ধর্ষণের অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার হাসানপুরে এক যুবতীকে খামারবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুই পুলিশকর্মী এবং দুই সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পর চার জনকেই প্রেক্ষতার পরেই পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে অপহরণ বা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গণধর্ষণের ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিয়ানার বাসিন্দা ওই যুবতীর সঙ্গে ২০ সেপ্টেম্বর এক পরিচিত মহিলা যোগাযোগ করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান ঘুরে দেখানোর

কথা বলে তাঁকে এক সিআরপিএফ কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। সেই মতো ২১ সেপ্টেম্বর সনিপতে মোহিত নামে এক সিআরপিএফ জওয়ানের সঙ্গে দেখা করেন ওই যুবতী। তার পর দু’জনে মিরাটে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুই পুলিশকর্মী এবং দুই সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পর চার জনকেই প্রেক্ষতার পরেই পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে অপহরণ বা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গণধর্ষণের ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিয়ানার বাসিন্দা ওই যুবতীর সঙ্গে ২০ সেপ্টেম্বর এক পরিচিত মহিলা যোগাযোগ করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান ঘুরে দেখানোর



অভিযোগ। তখন ওই যুবতী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দেন এবং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। এর পরেই সাহায্যের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। বৃধবার ভোরে, প্রায় ছ’টা নাগাদ, কোন কেরি বিষয়টি জানান। খবর পেয়েই

হাসানপুর এবং রাজাবপুর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সেখান থেকে যুবতীকে উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় অভিযুক্ত চার জনকেও। পরে তাঁদের প্রেক্ষতার করা হয়। আমরোহার পুলিশ সুপার লক্ষ্মণ সিং যাদব জানিয়েছেন, অভিযোগকারিণীর বয়ানের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য কোনও ব্যক্তি ছিলেন কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের একজন সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জয় তোমারকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে। অন্য দিকে, সিআরপিএফের দুই সদস্য মোহিত এবং লালারাম যাদবের বিরুদ্ধেও

কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থল হিসেবে যে খামারবাড়ির কথা সামনে এসেছে, সেটি উত্তরাখণ্ডের এক নির্দল বিধায়কের মালিকানাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেই তথ্যও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এই ঘটনা ধীরে রাজনৈতিক চাপানুউতোরও শুরু হয়েছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অধিলেশ যাদব সমাজবাদ্যমে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন। তার অভিযোগ, প্রশাসনে দুর্নীতি বাড়তে তার প্রভাব পুলিশ ব্যবস্থার উপরও পড়ে। তাঁর মতে, এই ঘটনা পুলিশ বাহিনীর ভ্রমমূর্তিতে গুরুতর আঘাত করেছে। তবু এবং কঠোর পদক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।



## আগরকরের উত্তরসূরি বাহার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল বোর্ড

সবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় নির্বাচক প্রধান হিসাবে অভিজ্ঞ আগরকর যে আর থাকবেন না, বোর্ডের বার্ষিক সভার পরই বোঝা যাচ্ছিল। এবার সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়ে গেল। বোর্ড বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়ে দিলেন, আগামী ৪ অক্টোবরই প্রধান নির্বাচক হিসাবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগরকরের। বোর্ড চেষ্টা করছে, তার পরপরই আগরকরের উত্তরসূরি চূড়ান্ত করে ফেলতে। ৪ অক্টোবর আগরকরের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বোর্ডের সাধারণ সভাতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধান নির্বাচক পদে আর থাকতে চান না তিনি। ফলে তার মেয়াদ বৃদ্ধির যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, সেটাও শেষ হয়ে যায়। মার্কো শোনা গিয়েছিল, আগামী বছর যেহেতু ওয়ানডে বিশ্বকাপ রয়েছে, তাই আগরকরের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে অহেতুক বিতর্কের জেরে সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। যেভাবে নির্বাচকরা রোহিতের মতো মহাতারকাকে অবসরের জন্য চাপ দিয়েছিল সেটা একেবারে নাপসন্দ ছিল বোর্ড কর্তাদের। সেই বিতর্কের জেরেই বোর্ড ঠিক করে আগরকরকে আর রাখা হবে না। এর মধ্যেই আগরকর নিজে জানিয়ে দেন, তিনি আর নির্বাচকপ্রধান পদে থাকতে চান না। আগরকরের মেয়াদ শেষের পরই নতুন নির্বাচকপ্রধান নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। তিনি বলেন, “৪ অক্টোবরের পরেই প্রধান নির্বাচককে ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।” বিসিসিআই বেসরকারিভাবে তাঁর উত্তরসূরি বাহার কাজটাও শুরু করে দিয়েছে। আগরকরের পরিবর্ত হিসাবে নাকি দু’টো নামও ইতিমধ্যে ভেবে ফেলা হয়ে গিয়েছে। তাঁরা, প্রাক্তন উইকেটখুঁটিপার-ব্যাটার পার্থিব পাটেল। এবং প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা। এদের দু’জনের মধ্যে একজন নাকি জাতীয় নির্বাচক প্রধান হয়ে যেতে পারেন। তবে একই সঙ্গে উত্তরসূরি হিসাবে ভেঙ্গে আসছে ভিভিএস লক্ষ্মণ, অনিল কুন্ডলে, রাহুল দ্রাবিড়দের নামও। এই নামগুলো উঠে আসার নেপথ্যে যুক্তি কী? গম্ভীর পরবর্তী জমানায় টিম ইন্ডিয়ায় নতুন কোচ হিসাবে লক্ষ্মণের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে বড় দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের আগ্রহ নিয়ে এখনও কিছুটা সংশয় রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে কোচ এবং ক্রিকেটার হিসাবে অনিল কুন্ডলের অবদান অনস্বীকার্য। অনেকেই মনে করছেন, গুরুত্বপূর্ণ এই পদে তাঁর নেতৃত্বগুণ কাজে আসতে পারে। রাহুল দ্রাবিড়কে এই দায়িত্বে আনা হলে তা ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে। এখন দেখার, বোর্ড তাঁকে এই দায়িত্ব নিতে রাজি করতে পারে কি না।

# বিশ্বকাপ-সেরা সঞ্জুকে বসিয়ে বৈভবকে খেলানোর পর ‘সারারাত ঘুমোতে পারেননি’ গম্ভীর!

সবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ নজরে ২০২৭ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সেই লক্ষ্যেই এখন থেকে খুঁটি সাজাচ্ছে বিসিসিআই। ইংল্যান্ডে সিরিজের পর ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে জাতীয় দলে ফিরছেন অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তাঁদের উপস্থিতি গিলের অধিনায়কত্বের কাজ অনেকটাই সহজ করবে বলে মনে করেন হেডকোচ গম্ভীর। জিওস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “ওয়ান ডে ক্রিকেটে ও ভীষণ সৌভাগ্যবান। মাঠের ভেতরে ও বাইরে সাহায্য করার জন্য রোহিত ও বিরাটকে পাশে পাছেই গিলা সবচেয়ে বড় কথা, ও নিজের আবেগ দূরে সরিয়ে রাখে। তরুণ বয়সে অনেকেই আবেগে ভেসে যায়।” গিলের মধ্যে এই পরিপক্বতা দেখেই আশাবাদী গম্ভীর। অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের আগ্রাসন ও নিঃস্বার্থ মনোভাবের তরফি করেছেন কোচ। গম্ভীরের কথায়, “নেতৃত্বের সব মাপকাঠিতেই ও সফল। শান্ত থাকেছে, আবার আগ্রাসীও হয়েছে। শুধু রান করে নয়, দৃষ্টান্ত তৈরি করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়।” কোচের বিশ্বাস, কঠিন সময় কাটিয়ে দ্রুত রানে ফিরবেন শুভমান। গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম ম্যাচের পরেই বাদ পড়েন সঞ্জু স্যামসন। তাঁর জায়গায় ম্যানচেস্টারে অভিষেক হয় বৈভব সূর্যবংশীর। বিশ্বকাপের ‘প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট’-কে এভাবে বসিয়ে



জানিয়েওছিলাম। কারণ, বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ারকে তিন-চারটে ম্যাচের পর বসিয়ে দেওয়া ভীষণ কঠিন কাজ। তবে বৈভবও তখন দুরন্ত ফর্মে ছিল। সিরিজটা আমাদের জিতেই হত।” গম্ভীরের সংযোজন, “সঞ্জুর সঙ্গে খুব স আলোচনা চলে। দলের স্বার্থে টপ

দেওয়া নিয়ে বিস্তর চর্চা জমে। এই নিয়ে গম্ভীরের বক্তব্য, “কোচিং কেরিয়ারে ওই একটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। সঞ্জুকে সে কথা

সিদ্ধান্ত নেন কারা ম্যাচ জেতাবে। তিন-চারটে ব্যর্থতার পর গত দেড়-দু’বছরের সফল ক্যারিয়ারে ভেঙে দেওয়া যায় না। এতে দারুণ

হাফসেঞ্চুরিও করেন স্যামসন। বৈভবকে নিয়ে গম্ভীরের মত স্পষ্ট। ফর্মে থাকলেও সুযোগের জন্য তরুণদের অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর সাফ কথা, “বাইরের আওয়াজ বা সোশ্যাল মিডিয়া দ্রোণে প্রথম একাদশ ঠিক হয় না। ড্রেসিংরুমে কোচ আর অধিনায়কই

প্রতিভাবান তরুণকে বসিয়ে রাখলেও কিছু করার নেই। জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন।” এই কারণেই সঞ্জু ও অভিষেকের উপর আস্থা রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের প্রশংসায় পঞ্চমুগ্ধ গম্ভীর।

## টাইব্রেকের হতাশা, তবু এশিয়ান গেমসের মিক্সড স্কিটে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস অনন্তজিৎ ও পরিনাজের

সবাদ সংস্থা, আইটি-নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক তালিকায় আরও একটি সাফল্য যোগ করলেন অনন্তজিৎ সিং নারুকা ও পরিনাজ ধালিওয়াল। বৃহস্পতিবার আইটি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে মিক্সড স্কিট দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন ভারতীয় এই জুটি। ফাইনালে ৪৪টি লক্ষ্যভেদ করে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন তাঁরা। ফাইনালে ছ’টি সিরিজ শেষে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া- দুই দলই ৪৪ স্কোরে ছিল। সাধারণত সমতা হলে ব্যোয়তা অর্জন পর্বের র‍্যাঙ্কিং বিবেচনা করা হয়। সেখানে দক্ষিণ কোরিয়া ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ফলে কোরিয়া সোনা জয়ের লড়াইয়ে জায়গা ধরে রাখে এবং ভারতকে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভারতের স্কোর ছিল ধারাবাহিক ভাবে ৭, ১৪, ২১, ২৯, ৩৬ এবং ৪৪। অন্য দিকে, শেষ পর্যন্ত সাতটি সিরিজ শেষে চীন ৫২ স্কোর করে সোনা জেতে। দক্ষিণ কোরিয়া ৫১

স্কোর নিয়ে রূপো পায়। কাতার ১৮ স্কোর করে চতুর্থ স্থানে শেষ করে। ফাইনালে ওঠার আগে অনন্তজিৎ ও পরিনাজ ১৫০টির মধ্যে ১৩৮টি লক্ষ্যভেদ করে ব্যোয়তা অর্জন পর্বে চতুর্থ স্থানে ছিলেন। কাতার ১৪৫



স্কোর নিয়ে প্রথম, দক্ষিণ কোরিয়া ১৪৩ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় এবং চীন ১৪০ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল। ভারতীয় জুটি ৪৪, ৪৭ এবং ৪৭ স্কোর করে শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করেছিল। সেই ধারাবাহিকতাই তাঁদের পদক এনে দেয়। এই ব্রোঞ্জের ফলে এশিয়ান গেমসে অনন্তজিৎ ও

পরিনাজ- দু’জনেরই পদক সংখ্যা দাঁড়াই দু’টি করে। এর আগে অনন্তজিৎ পুরুষদের স্কিট দলগত বিভাগে মুরাজ আহমেদ খান ও ভাবতগে সিং গিলের সঙ্গে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ব্যক্তিগত বিভাগেও

পদক জেতে। সেই ইভেন্টে সিন সোনা এবং কাজাখস্তান রূপো পেরিয়েছিল। মিশ্র দলগত বিভাগের এই ব্রোঞ্জের ফলে আইটি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে স্কিটে ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল তিনটি। ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে স্কিটে ভারতের কুন্ডলে ছিল দু’টি পদক। সে বার অনন্তজিৎ ব্যক্তিগত বিভাগে রূপো এবং পুরুষদের দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তবে আইটি-নাগোয়ায় ভারত আরও এক ধাপ এগিয়েছে। পুরুষ, মহিলা এবং মিশ্র- তিনটি দলগত বিভাগেই পদক এসেছে। বিশেষ করে মহিলাদের স্কিটে এটাই ভারতের প্রথম এশিয়ান গেমস পদক। সব মিলিয়ে স্কিটে এটাই ভারতের সেরা এশিয়ান গেমস অভিজ্ঞ। স্কিট শৃটিংয়ে ভারতীয়দের ধারাবাহিক সাফল্য আইটি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। পুরুষ, মহিলা ও মিশ্র- তিন বিভাগেই পদক জিতে ভারত প্রমাণ করল, এই ইভেন্টে তারা এখন এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ।

## হকিতে রেকর্ড ব্যবধানে কোরিয়া-বধ!

সবাদ সংস্থা, আইটি-নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের আসরে ভারতীয় দলের দাপট অব্যাহত। একদিকে হকির টার্কে দক্ষিণ কোরিয়াকে রীতিমতো উড়িয়ে দিল ক্রেগ ফুন্টনের ছেলেরা। অন্যদিকে কবাডি ম্যাটেও বিপক্ষকে দাঁড়াতেই দিল না ভারত। বৃহস্পতিবার জাপানের আইটি-নাগোয়াতে জোড়া সাফল্য পদক জয়ের আশা উজ্জ্বল হল। হকিতে ৮-২ গোলের বিশাল জয়। আর কবাডিতে চাইনিজ তাইপেকে ৩৭-২১ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করল চ্যাম্পিয়নরা। কাকামিগাহারার গ্রিন স্টেডিয়ামে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ভারত। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়।

ম্যাচ শুরুর মাত্র চার মিনিটের মাথায় ডেডলক ভল্টেন শিলানন্দ লাকড়া। কঠিন কোণ থেকে তাঁর অনবদ্য গোল বিপক্ষকে চাপে ফেলে দেয়। দশম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সুখজিৎ সিং। ঠিক এক মিনিট পরেই পেনাল্টি

ম্যাচের শেষ লপ্ত্রে রাজিন্দর সিংয়ের গোলে ৮-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয়। শেষ দুটি কোয়ার্টারে কোরিয়ার হয়ে কিম জে-হো এবং কিম ইয়ং বক দুটি গোল শোধ করলেও তা শুধুই ব্যবধান কমিয়েছে। পুল এ-



কর্নার থেকে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের নিখুঁত ড্র্যাগ স্কিক। স্কোরবোর্ডে তখন ৩-০। কোরিয়ার রক্ষণভাগ কার্যত তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। জোড়া গোল করেন অভিষেক ও দিলপ্রীত সিং।

তে টানা তিন ম্যাচ জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ভারত। এর আগে ইন্দোনেশিয়াকে ১৩-১ এবং শ্রীলঙ্কাকে ১৬-১ গোলে হারিয়েছিল তারা। শনিবার জাপানের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ।

# রোনাল্ডোর কাছে এখন যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বিশ্বকাপের পর অবসর নিয়ে ভেবেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে নিজেকে ‘চিন্তাশীল মানুষ’ দাবি করে পর্তুগিজ তারকা বললেন, জাতীয় দলে এখনও অবদান রাখতে পারবেন বলেই খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। অবসরের সম্ভাব্য সময় নিয়ে পরিস্কার কিছু না জানিয়ে তিনি শুধু বলে রাখলেন, আপাতত তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে নিজে ভালো অনুভব করা।

সবাদ সংস্থা, তুরিন, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ রোনাল্ডোর এই বয়সে খেলোয়াড়ি জীবন ছেড়ে পরবর্তী জীবনে থিতু হয়ে যান বেশির ভাগ ফুটবলার। কিন্তু ৪১ পেরিয়েও তিনি হাল ছাড়ছেন না। বিশ্বকাপের পর অনুমতিভারেই অনেক ফুটবলার জাতীয় দলের জার্সি তুলে রেখেছেন। রোনাল্ডোর মাথায়ও সেই ভাবনা খেলে গেছে বলে স্বীকার করলেন তিনি। কিন্তু অনেক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খেলা চালিয়ে যাওয়া। “হ্যাঁ, ভেবেছিলাম (অবসরের কথা)। অবশ্যই, আমি সবসময় আমার সিদ্ধান্ত, আমার ভবিষ্যৎ, এমনকি বর্তমান নিয়েও ভাবি। আমি একজন চিন্তাশীল মানুষ। ভাবতেই হয়। এ কারণেই আপনারা আমাকে এখন এখানে দেখছেন। এর মানে হলো, আমি চালিয়ে যাব। আমাদের সভাপতি এবং কোচের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এখনও বিশ্বাস করি যে, জাতীয় দলকে তাদের কাক্ষিক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমি সাহায্য করতে সক্ষম এবং তখনই খেলা ছাড়ব, যখন আমার মনে হবে যে, আমি এখানে আর কিছুই করছি না।” বিশ্বকাপের পর নতুন কোচের তত্ত্বাবধানে দলের নতুন শুরুর পথচালিয়া সহায়তা করতে পারবেন বলেই বিশ্বাস। তার মতে, গোল করা ছাড়াও অন্যভাবে তিনি রাখতে পারেন ভূমিকা। “এটি একটি নতুন ও তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু আমার কাছে মূল বিষয় হলো মাঠে গোল করার পাশেই এখন দলকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করা। তবে আমি মনে করি, আমি শুধু গোলের মাধ্যমেই নয়, ফুটবলের বাইরেও জাতীয় দলকে সহায়তা করতে পারি।” রোনাল্ডোর দাবি, দল তাকে চলেই তিনি দলকে

এখনও আলিঙ্গন করে রেখেছেন। দল বা ফেয়ারেশন না চাইলে তিনি অবসরে চলে যাবেন। “যদি পর্তুগাল আর আমার ওপর নির্ভর করতে না চায়, তাহলে আজই চলে

জনগণও আমার ওপর নির্ভর করে। এ কারণেই আমি জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছি।” রোনাল্ডোর ধারণা, পর্তুগালের ফুটবল অনুসারীরাও তাকে দলে



যেতে পারি। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। এটা এমনকি (ফেয়ারেশনের) সভাপতির ক্ষেত্রেও সত্যি। যখন তারা জাতীয় দলে আমার ওপর আর নির্ভর করতে চাইবেন না, আমিই প্রথম তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। যদি তারা আমার ওপর নির্ভর করে, আমিও তাদের ওপর নির্ভর করি। পর্তুগালের

দেখতে চান। তবে সমালোচনাও যে হবে, সেটাও তিনি জানেন। তার দাবি, কিছু সংবাদমাধ্যম বরাবরই তার পিছু লেগেই আছে। “বাড়িতে বন্ধদের সঙ্গে প্রায়ই একটা কথা বলি আমি। এত বছর ধরে ফুটবল খেলছি, কিছু বলব। যদি তারা আমার ওপর নির্ভর করে, সমাদৃত হয়েছি। আমার মনে হয় পর্তুগিজ

ভক্তরাও আমাকে পছন্দ করে। এটাও বুঝি যে, কিছু টিভি চ্যানেল আমার সমালোচনা করতে চায়... তারা আমাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, লাভ যদিও হয়নি। তারা এখন মরিয়্যা হয়ে চাইছে, আমি যেন আর জাতীয় দলে না আসি। যাইহোক, এসবে আমি অভ্যস্ত। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটা করে আসছি। তাদের সঙ্গে স্মৃতিই আমি লালন করব, যারা আমাকে ভালোবাসে।” রোনাল্ডোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সম্ভবত শিশু-কিশোররা। তার পারফরম্যান্স যেমনই হোক, গোল আসুক বা না আসুক, বিশ্বজুড়ে বাচ্চারা তাকে ভালোবাসে নিশাচলিত। সেই উচ্ছ্বাসকে সঙ্গী করে রোনাল্ডো বললেন, কারণটাও তিনি খুব ভালো করে জানেন। “আমি জানি কেন ছোট বাচ্চারা ক্রিশ্চিয়ানোকে ভালোবাসে, কারণ তারা আমাকে আদর্শ হিসেবে দেখে, এবং আমি তা করে যাব। এমনকি অবসর নেওয়ার পরেও... ১০ বছর পরও।” সেই অবসর হবে আসবে, জানেন না তিনি নিজেও। শুধু জানেন, ভালো অনুভব করলে তিনি চালিয়ে যাবেন। “এটাই কি আমার শেষ অধ্যায় হবে? হয়তো, আমি জানি না... হতেও পারে। এটা আমার শেষ মরসুম, নাও হতে পারে। যদি শরীর সায় দেয় এবং মনও সায় দেয়... এখনও ভালো অবস্থায় আছি আমি, কাজেই জানি না আমি না সামনে কি হবে... নিজেকে নিয়ে জানি খুশি। আগামীকাল খেলব কি না, বা পরের ম্যাচে বিশ্রাম নেব কি না, তাতে কিছু যায় আসে না। এখন আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি যেন ভালো অনুভব করি।”